ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-150 ■ 1 March, 2026 ■ আগরতলা ১ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় শতাধিক নিহত

নিরাপদ আছেন খামেনেই ও পেজেশকিয়ান: ইরানের রাষ্ট্রদূত

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। ইরান জানিয়েছে, শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল পরিচালিত ব্যাপক হামলায় শতাধিক নিরীহ নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই এবং প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান নিরাপদ ও সুস্থ আছেন বলে নিশ্চিত করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ফাথালি।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত বলেন, হামলার পর বিদেশি নাগরিকদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছে ইরান সরকার। সংঘাতপূর্ণ এলাকায় আটকে থাকা ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ও পেশাজীবীদেরও সেই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মানার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত ফাথালির দাবি, শনিবারের হামলা ইরানের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আগ্রাসনের শামিল। তিনি বলেন, একাধিক স্থানে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, এমনকি মিনাব শহরের একটি মেয়েদের স্কুলে হামলায় বহু শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প "বৃহৎ সামরিক অভিযান" শুরু হওয়ার কথা নিশ্চিত করার প্রসঙ্গে ফাথালি জানান, ইরান যুদ্ধ চায় না, তবে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের ৫১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইরান প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং সেই প্রতিক্রিয়া হবে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি আরও জানান, রাজধানী তেহরান-এ সর্বোচ্চ নেতার দফতর ও প্রেসিডেন্ট কমপ্লেক্স লক্ষ্য করে হামলার খবর পাওয়া গেলেও দেশের নেতৃত্ব অক্ষত রয়েছে।

ভারতীয় নাগরিকদের প্রসঙ্গে ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন, এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয়ের ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, বাদ ৬৩ লক্ষাধিক নাম

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, চূড়ান্ত তালিকা থেকে মোট ৬৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ২১ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

কমিশনের বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, ফর্ম ৬ ও ৬এ-র মাধ্যমে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন। পাশাপাশি ফর্ম ৮-এর অধীনে আরও ৬,৬৭১ জনের নাম সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া, ফর্ম-৭ এর মাধ্যমে ৫,৪৬,০৫৩ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার রয়েছেন ৬৪,৪৫২,৬০৯ জন। এছাড়া বিচারাধীন রয়েছেন ৬০,০৬,৬৭৫। নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, রাজ্যে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭,৬৬,৩৭,৫২৯। প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, পুরুষ ভোটার ৩,২৮,১০,৮৭২ জন, মহিলা ভোটার ৩,১৬,৪০,৫৮৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১,১৫২ জন।

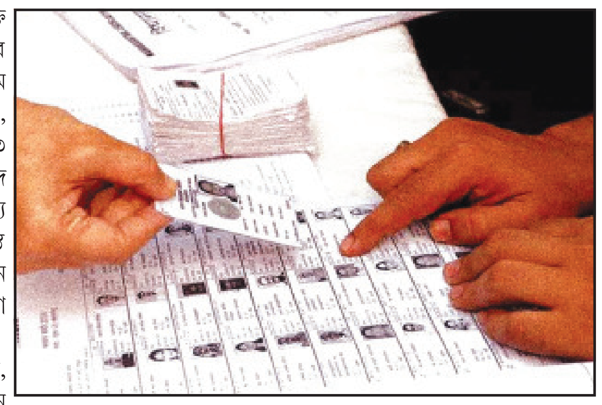

শনিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, চূড়ান্ত তালিকায় 'অনুমোদিত' ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,০৪,৫৯,২৮৪।

তিনি বলেন, গত বছরের নভেম্বর মাসে এসআইআর শুরু হওয়ার সময় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭,৬৬,৩৭,৫২৯। তা কমে ৭,০৮,১৬,৬৩০-এ দাঁড়ায়। বর্তমানে চূড়ান্ত তালিকায় 'অনুমোদিত' ভোটার ৭,০৪,৫৯, ২৮৪ জন। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত ৬১,৭৮,২৪৫ জনের নাম বাদ পড়েছে।"

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, কারও নাম বাদ পড়া নিয়ে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট ভোটার প্রথমে জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও)-এর কাছে আবেদন করতে পারবেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে সিইও-র কাছেও আবেদন করা যাবে। নিয়ম অনুযায়ী আগামী ১৪ দিনের মধ্যে এই আবেদন জানাতে হবে, বলেন তিনি।

এদিকে রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক দল, বিশেষত শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাগ্নের হাতে মামা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার মহকুমা সদর কৈলাসহর থানার অন্তর্গত চিনিবাগান ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় মদ্যপানের আসর ঘিরে এক মর্মান্তিক খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নেশার ঘোরে ভাগ্নের হাতে প্রাণ হারালেন মামা বিন্দু দেববর্মা (৬২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে নিজেদের বাড়িতেই বসেছিল মদ্যপানের আসর। নেশা বাড়তে থাকলে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মামা-ভাগ্নের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ভাগ্নে সঞ্জিত দেববর্মা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৃদ্ধ মামার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি মারধর এবং বুকে সজোরে লাথির আঘাতে গুরুতর জখম হন বিন্দু দেববর্মা।

রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশজুড়ে এইচিভি টিকাকরণের সূচনা

নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য ঃ প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার রাজস্থানের আজমের থেকে ১৪ বছর ও তার ঊর্ধ বয়সী কিশোরীদের জন্য দেশব্যাপী এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস) টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করেন। জরায়ুমুখ ক্যানসারের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একাধিক স্কুলছাত্রীকে টিকা প্রদান করা হয়। পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনও করেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য দেশে নারীদের মধ্যে জরায়ুমুখ ক্যানসার সম্পূর্ণ নির্মূল করা।

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এইচপিভি টিকার পরিসর বাড়ানোর মাধ্যমে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ কিশোরীকে প্রাণঘাতী ক্যানসারের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

কিষাণগড় বিমানবন্দরে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, রাজ্যপাল এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। সেখান থেকে তিনি সেনা হেলিকপ্টারে ঘুঘরা হেলিপ্যাডে যান এবং পরে সড়কপথে জনসভাস্থলে পৌঁছন। সফরে নারীদের স্বাস্থ্যই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল ও আবেগঘন কেন্দ্রবিন্দু।

এই টিকাকরণ কর্মসূচিকে জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূলে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতে নারীদের মধ্যে ক্যানসারজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ এই রোগ। সরকারের দাবি, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা জোরদার ও দীর্ঘমেয়াদি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

রাজস্থান সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্ধ্রপ্রদেশের আতশবাজির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত্যু ২০, শোক

অমরাবতী, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। অন্ধ্রপ্রদেশে আতশবাজি তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। শনিবার দুপুরে কাকিনাডা জেলায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ কাকিনাডা জেলার সমরলকোটা মণ্ডলের ভেটলাপালেম এলাকায় গোদাবরী খালের কাছে অবস্থিত সুর্যাশ্রী ফায়ারওয়ার্কস কারখানায় বিস্ফোরণটি ঘটে।

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ভামসেট্টি সুবাশ ২০ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন।

বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, শ্রমিকদের দেহ পাশের কৃষিক্ষেত্রে ছিটকে পড়ে। আগুনের বিশাল শিখা ও ঘন ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ঢেকে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় ৫ কিলোমিটার দূর থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। আশপাশের গ্রামের বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে যায় এবং একটি স্কুলের ছাদে ফাটল দেখা দেয়।

দমকলের দুটি ইঞ্জিন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। পুলিশ ও অন্যান্য দফতরের সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ চলছে। আহত ১৫ জনকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদের অধিকাংশই মহিলা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল কংগ্রেস-কমিউনিস্টের থেকেও ভয়াবহ ঃ সাংসদ বিপ্লব

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। তৃণমূল কংগ্রেস কমিউনিস্টের থেকেও ভয়াবহ। তাঁরা কমিউনিস্টের দেখানো রাস্তায় চলছে। তাই ২৬ শের নির্বাচনে সমস্ত সম্পদ প্রয়োগ করে প্রেতাত্মার সরকারকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন সহ্য করছেন। আজ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত এক কার্যকর্তা সম্মেলনে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথা, বঙ্গের মানুষ তৃণমূলের রাজনীতি থেকে মুক্তি পেতে চায়। বিজেপি সরকার জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। আগামী নির্বাচনে তৃণমূলকে জনমঞ্চে পরাজিত করা হবে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ প্রয়োগ করে জয় নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দীর্ঘদিনের শাসন থেকে মুক্ত করতে বিজেপি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনস্বার্থে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অরাজকতা বেড়েছে।

এদিন তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কমিউনিস্টের থেকেও ভয়াবহ। কারণ, দীর্ঘ ৩৫ বছর কমিউনিস্ট বাংলার মানুষকে শোষন করেছেন। আজ তৃণমূল কংগ্রেসও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে ছিনতাইকান্ডে বিলাসবহুল গাড়ি সহ গ্রেপ্তার ২, উদ্ধার ৬ মোবাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা বিমানবন্দর সংলগ্ন ভিআইপি রোডে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ। তাদের কাছ থেকে একাধিক নম্বর প্লেটযুক্ত একটি বিলাসবহুল গাড়ি এবং ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এয়ারপোর্ট থানাধীন নতুননগর কাঠালতলী এলাকা থেকে একদল দুষ্কৃতী সোনামুড়ার এক বিমানযাত্রীকে তার ইকো গাড়িসহ অপহরণ করে। পরে তাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে মারধর করে মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ ছিনতাই করা হয়। এমনকি গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। কোনোরকমে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সোনামুড়া মতিনগরের বাসিন্দা আলামীন নামে ওই যুবক এয়ারপোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ নতুননগর এলাকা থেকে চক্রের মূল পান্ডা রিকি সিংকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অঙ্কুর চক্রবর্তী নামে আরও এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, অপহরণ ও ছিনতাইকাণ্ডে ব্যবহৃত টি.আর ০১ সি.এ ০৪২৬ নম্বরের একাধিক নম্বর প্লেটযুক্ত বিলাসবহুল গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি ছয়টি মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে।

এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) সুশান্ত দেব সংবাদমাধ্যমকে জানান, ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদেরও দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সুশান্ত দেব এয়ারপোর্ট থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর মাত্র দুই দিনের মধ্যেই এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্যাকসন গেটে বেআইনি দখল উচ্ছেদে কড়া অবস্থান, স্বউদ্যোগে সরে যাওয়ার আহ্বান মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। ফের আগরতলা শহরে বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের স্বউদ্যোগে স্থান খালি করার আবেদন জানালেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কোনওভাবেই বেআইনি দখলদারদের বরদাস্ত করা হবে না।

শনিবার জ্যাকসন গেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে মেয়র জানান, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জায়গা দখল করে কিছু ব্যবসায়ী দোকান পরিচালনা করছেন। এ বিষয়ে আগেই সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের নোটিশ ইস্যু করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই সেই নির্দেশ মানেননি। ফলে পুর নিগমের উদ্যোগে দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়েছে এবং যেসব দোকান এখনো সরানো হয়নি, সেগুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলচাষে এগিয়ে ত্রিপুরা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার ফুল উৎপাদনের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে গত সাত বছরে ফুলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় বাজারে কৃষকরা ফুল বিক্রির মাধ্যমে ভালো মুনাফা পাচ্ছেন। আজ গোমতি জেলার উদয়পুরের গোকুলপুরে কেন্দ্রীয় ফ্লোরিকালচার এবং ল্যান্ডস্কেপিং কেন্দ্র উদ্বোধন করে এ তথ্য জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন ফুলচাষের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ধানের ক্ষেত্রে চীন প্রথমে ছিল, কিন্তু এখন ভারত ধান উৎপাদনে শীর্ষে।

তিনি বলেন ফুলচাষে অনেক সুবিধা রয়েছে। তবে আমরা সব জায়গায় ফুল চাষ করতে পারি না। ফুল থেকে আয় সর্বাধিক। আগে বিশালগড় অঞ্চলের মানুষ শাকসবজি চাষ করতেন, এখন তারা ফুল চাষে নিয়োজিত। আমাদের বর্তমান সরকার মানুষ কে স্বনির্ভর করতে চায় এবং ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে চায়। ফুল থেকে আমরা হলির রঙ, ওষুধ ও সুগন্ধি পণ্যও উৎপাদন করতে পারি। ফুলের চাহিদা সর্বদা উচ্চ।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরার উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উপউষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু বিভিন্ন প্রজাতির ফুল চাষের অসীম সম্ভাবনা দেয়। রাজ্য ফুলচাষকে বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের জন্য উচ্চ সম্ভাবনাময়। গাঁদা ফুল , গ্ল্যাডিওলাস ও গোলাপের মতো ঐতিহ্যবাহী ফুল চাষের বাজারের অগ্রণী।

তিনি বলেন এছাড়াও, ত্রিপুরা উচ্চ-প্রযুক্তির ফুলচাষের রাজ্যের তালিকায় এসেছে। অ্যানথুরিয়াম, অর্কিড ও জারবেরা সফলভাবে কৃষকের জমিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় চাষ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা উৎসাহব্যঞ্জক। ২০০ বর্গমিটার প্রকল্প থেকে প্রতি কৃষক গড়ে মাসে ১০, ০০০ টাকা বা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

Page 1.pmd 1 01-03-2026, 00:35

জাগরণ
আগরতলা,১ মার্চ, ২০২৬ ইং
১৬ ফাল্গুন, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই

ভারত এবং ইজরায়েলের মধ্যকার সম্পর্ক বর্তমানে কেবল দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, বরং এটি একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে পরিণত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সন্ত্রাসবাদ দমনে উভয় দেশই অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে।ভারত ও ইজরায়েলের এই 'কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া' লড়াই করিবার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ও ক্ষেত্র রহিয়াছে। ভারত এবং ইজরায়েলউভয় দেশই কয়েক দশক ধরিয়া সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের শিকার। ভারত যেমন প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসা জঙ্গিবাদের মোকাবিলা করে, ইজরায়েলও তাহার ভূখণ্ডে প্রতিনিয়ত রকেট হামলা ও আত্মঘাতী হামলার সম্মুখীন হয়। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা দুই দেশকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়া আসিয়াছে।সন্ত্রাসবাদ দমনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হইলো সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পাওয়া। ভারত ও ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে গভীর সমন্বয় রহিয়াছে। রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করিবার মাধ্যমে অনেক বড় ধরনের নাশকতামূলক পরিকল্পনা নস্যাৎ করা সম্ভব হয়।জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে ভারত ও ইজরায়েল সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাকে আরও কঠোর করিবার এবং সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্রগুলোকে একঘরে করার পক্ষে সোচ্চার থাকে।ভারত ও ইজরায়েলের এই ঐক্যবদ্ধ লড়াই কেবল সামরিক নয়, বরং এটি প্রযুক্তিগত ও আদর্শগত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই আপসহীন অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

জেরুজালেমে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট বার্তা দিলেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত ও ইজরায়েল কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই চালাইয়া যাইবে। 'বিশ্বে সন্ত্রাসের কোনও স্থান নাই। যারা সন্ত্রাসকে মদত দেয়, তাহাদের বিরুদ্ধেও আমাদের অবস্থান এক ও অভিন্ন।' একই সঙ্গে তিনি গাজা শান্তি পরিকল্পনায় ভারতের সমর্থনের কথাও ঘোষণা করেন।ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও কৃষি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের রূপরেখা তৈরি হয়। দুই দেশের সম্পর্ককে "বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব" এর মর্যাদা দেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথাও জানান মোদী। তাঁহার মতে, 'এটি দুই দেশের জনগণের প্রত্যাশারই প্রতিফলন।'প্রধানমন্ত্রী জানান, ইজরায়েলে ইউপিআই ব্যবহারের বিষয়ে সমঝোতা হইয়াছে। খুব শীঘ্রই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত রূপ পাঈবে বলিয়াও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়াও আলোচনা হইয়াছে। পাশাপাশি ইন্ডিয়া মিডল ইস্ট ইউরোপ ইকনমিক করিডর (আইএমইসি) বাস্তবায়ন ও আইটু ইউটু (ভারত ইজরায়েল ইউএই আমেরিকা) কাঠামোর অধীনে সহযোগিতা নিয়াও দুই পক্ষ মতবিনিময় করে।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। শিক্ষা, স্টার্ট আপ, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও সংযোগ বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রগুলিতে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা, কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা সুদৃঢ়। বিশেষ করিয়া প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইজরায়েল ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, যেখানে বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয়।বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। গত নভেম্বর মাসে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়ালের ইজরায়েল সফরের সময় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার টার্মস অব রেফারেন্স স্বাক্ষরিত হয়। তার আগে সেপ্টেম্বরে দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (বিআইএ) স্বাক্ষর করে, যাহা অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও প্রসারিত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য ও বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

"মাইকেল মদুসুধন দত্ত"

উনিবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত বাঙালী মহকাবি, নাট্যকার ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত মাইকেল মধুসুদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী বাংলাদেশের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের বিখ্যাত উকীল রাজনারায়ন দত্ত ও মাতার নাম জাহ্নবী দেবী।

ছোটবেলা থেকেই ইংরেজী ভাষায় খুবই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন মাইকেল এবং পরবর্তী সময় কলকাতার হিন্দু কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) পরে কলকাতায় সাংবিদকতা ও আইনি পেশার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী এই প্রতিভাদের কবি ও সাহিত্যিক পরে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে একের পর এক কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেন।

১৮৪৩ সালে খ্রীষ্টি ধর্ম গ্রহণ করে নামের পূর্বে "মাইকেল" যোগ করেন। ১৮৬১ সালে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মেঘনাথবধ কাব্য প্রকাশিত হয়। মাইকেল মধুসুদন দত্তের রচিত সাহিত্যের মধ্যে শর্মিষ্ঠা নাটক। পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও প্রহসন, বুড়ো শালিকের ঘারে বোঁ, ঘিরে নাট্যজগতে বিপ্লব আনবেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে "তিলত্তমা সম্ভব", বিরঙ্গনা কাব্য এবং চতুর্দশপদী কাব্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যে "অমিত্রাক্ষর ছন্দ" উনিই প্রবর্তন করেন (মনেট)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য শৈলীর সাথে ভারতীয় ভাবধারায় মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক আধুনিক সাহিত্যের সূচনা করেন। ইংরেজী সাহিত্য চর্চায় তীব্র আকর্ষনে প্রথমে বাংলা সাহিত্যিক অবজ্ঞা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সময় ভুল বুঝতে পেরেই বাংলা ভাষায় লেখা শুরু করেন একের পর এক অনবদ্য রচনা সৃষ্টি করে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রাহী কবি হিসাবে পরিচিত এবং কাব্য পাশচাত্য ধারার প্রবর্তক। জীবনের প্রথমপর্বে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আকর্ষনে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। তার ইংরেজী সাহিত্য বিখ্যাত ইংরেজী কাব্যগ্র si The Capital Ladie (১৮৪৯) Visions of the past– etc. সেক্সপীয়ার ও মিল্টনের গভীর প্রভাব তার লেখনীতে ছিল।

আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম মহাকবি। মধুসুদন দত্ত একাধারে ইংরেজি ও বাংলায় অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বমানের করে তোমার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মাতা জাহ্নবী দেবীই তাদের রামায়ন, মহাভারত ও হিন্দু জৌবায়ীক বাহিনীর সাথে পরিচিত কর তুলেছিলেন ছেলে বেলা থেকেই। মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারনেই হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ ডি.এম. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হেনরী লুই ডিরোজিও স্বদেশানুরাগের স্মৃতি তাতে উদ্বুদ্ধ করতো। মধুসুধন যখন গ্রীষ্ট্র ধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল মধুসুদন হেলন তখন তার পিতা রাজনারায়ন দত্ত তাকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করেন। মধুসুদন যখন শিবপুরে বিশপ কলেজে গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, ঠিক তখনই তার পিতা তাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছেন। বিশপ কলেজের কেয়কজন মাদ্রাজী ছাত্রের সাথে খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল মাইকেলের এবং তাদের সাথে মাদ্রাজ চলে যান নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতসারে।

মাদ্রাজে স্থানীয় খ্রীষ্টান ও ইংরেজদের সহায়তায় সামান্য মাহীনাতে ইংরেজী শিক্ষকের চাকুরী পান মাইকেল। এই সময় তিনি ইংরেজী পত্র পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে নিদারুন দারিদ্রতার মধ্যেই তিনি ঝবন ইতসঢ়ভৎন কতধভন তার প্রথম কাব্যটি রচনা করেন। ঐ সময়ই কবি ও দক্ষ ইংরেজী লেখক হিসাবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে মধুসুদন তার রচিত "The Captive Ladie" এর এক কপি বন্ধু গৌর দাস বসাকের সাহায্যে অধ্যক্ষ দেইভি বেথুনের কাছে উপহার পাঠান। বেথুন সাহেব গ্রন্থটি পরে অভিভূত হয়ে যায় এবং মাইকেলকে চিঠি লিখে দেশে চলে আসতে বলেন। ১৮৫৬ সালে মাইকেল কলকতায় ফিরে আসেন। কবি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন আইন বিষয়ে পড়াশুনা করতে কিন্তু সেখানে আবহাওয়া ও কর্ণবাদিতার কারনে বেশীদিন থাকেননি। তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্যই তিনি আইন বিষয়ে পড়াশুনা করে ভারতে ফিরে আসেন। ১৮৬০ সালে তিনি রচনা করেন "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্য। ১৯৫৬১ সালে ব্রজাঙ্গনা কাব্য কৃষ্ণকুমারী নাটক ও বীরাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬২ সালে রচনা করেন চতুর্দশপদী কবিতা। ১৮৭১ সালের শেষভাগে মাইকেল রচনা করেন "হেকটর বধ"। তিনি ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের সাহিত্য কর্ম ও তার জীবন দ্বারা বেশী অনুপ্রাণী হয়েছিলেন।

মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি আরও ১২টি ভাষা জানতেন। তিনি ইংরেজী ছাড়াও তিনি আরও ১২টি ভাষা জানতেন। তিনি ইংরেজী ছাড়াও ল্যাটিন, গ্রীক, ফারসী, হিব্রু, তেলেগু, তামিল ইত্যাদি ভাষায় অনায়াসে কথা বলতে পারতেন। মাইকেলের রচিত শর্মিষ্ঠা নাটকটি আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে গ্রাম বাংলা নাটক। এই নাটকের কাব্য ও অলংকার বহুল দীর্ঘ সংলাপ, ঘটনার বর্ণনাত্মদের রীতি প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত শৈলীর অনুরূপ। প্রথম রচনা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষিত পাঠক সমাজে এই নাটকটি খুবই সমাদৃত হয়। "একেই বলে সভ্যতায়" ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা জীবন যাপন ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে মৌ এই নাটকে সনাতনপন্থী সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৬০ সালে আবার "পদ্মাবতী" নাটকটি রচনা করে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মূল গ্রীক উপাখ্যান থেকে নেওয়া এই নাটকটিকে ইংরেজী ট্রট্র্যাজেডি কমেডির ধাঁচে করেছেন মিলনাত্মক। এই নাটকের ভাব উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রনে মাইকেল আরও পরিণত হয়েছেন নাট্যকার হিসাবে।

"কৃষ্ণকুমারী" নাটক রচনার মাধ্যমে মাইকেল কাব্য রচনায় পুরোদমে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী সময় মধুসুদন দত্তের সর্বশেষ্ঠ কীর্তি হলো অমিত্রাক্ষন ছন্দে রচিত "মেঘনাথবধ কার্য" নামক মহাকাব্য। চরিত্র চিত্ত হিসাবে রয়েছেন রামন, ইন্দ্রজিৎ, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমুখ। এতে নগর বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রচ্চারন প্রভৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে তৈরী করেছেন। এই মহাকাব্যে তিনি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের অনুযায়ী তৈরী করেছেন। এই কাজে করুন রসেরই জয় হয়েছে। এই মহাকাব্য রামায়ন আহুত বাহিনীর পুনরাবৃত্তি নয়, বরং নব জাগ্রত বাঙালীর দৃষ্টি নিয়তি অবমানিক কাব্য। নবমানবতাবোধের মকরুন রূপে গীতিকাব্য এই "মেঘনাথবধ কাব্য" এক একক সৃষ্টি বলা যায়। এই কাব্যে রাবনের দাম্ভিকতা প্রকট হয়নি। রামায়নকে তিনি তার মানবতার দৃষ্টিতে বিরোধ করে যে মহাকাব্যের রূপ দিয়েছেন তা আসলেই খুবই রোমান্টিক।

এটি মহাকাব্যচিত হলেও এর প্রাণ নন্দিনী সম্পূর্ন রোমান্টিক এবং এতে মধুসুদন জীবনের যে জায়গায় করেছেন তা বীরবসর নয় কারুন্যের বলা যায়।

১৮৬২ সালে রচনা করেছেন "বীরাঙ্গনা" পত্র কাব্য। এই গ্রন্থে আবার দুস্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দশরথের প্রতি কৈকয়ী, লক্ষ্মানের প্রতি সপনখা, অজর্নের প্রতি দ্রোপদী দুর্য্যোধনের প্রতি অনুমতি জয়দ্রয়ের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী নীল গুজের প্রতি জনার, সমুহ বিষয়ের আলোকপাত ঘটিয়ে কাব্য গ্রন্থটি রচিত। এই কাব্যে নারীদের পুরান -পরিচিতির মূলে আঘাত করেছেন মাইকেল। তিনি মানবিক অনুভূতির দ্বারা নারী হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করেছেন। মাইকেল দাম্পত্য জীবনে সখী হতে পারেননি কোনদিন। মাইকেল এক ইংরেজ যবতী রেবেকাকে বিয়ে করার পর কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পর্ক ত্যাগ করে রেবেদা। মাইকেল ভেবেছিলেন যে তার এই প্রাণের সঙ্গীনীটির সাথে সুখে দিন কাটাবেন। কিন্তু সুখ জিনিস্টা বিধাতা হয়ত তা কপালে লিখেন নি। মাইকেলের একগুয়েমি কারনে স্ত্রীর মতের অমিল হতে হতে তারপর বিবাহ বিচ্ছেদ। আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেন ফরাসী হেনরিয়েটা মোদিয়া নামে তরুনীদের। হেনরিয়েটা সর্বগুন সম্পন্না ও রুচিমার্জিত মেয়ে ছিলেন। তাদের নেপোলিয়নান নামে এক ছেলে এবং শর্মিষ্টা নামে এক মেয়ে ছিল। মারকেল মধুসুদনের শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। আইন ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে পারেননি তিনি। প্রচন্ড অমিতব্যায়ী স্বভাবের জন্য একসময় তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মেধাবী, উচ্চাভিলাসী, স্বাধীনচেতা ও চরম অর্থকষ্ট ও হতাশায় নিমজ্জিত। বিলাত ভ্রমন ও ইংরেজী সাহিত্যে ব্যর্থতার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, নিজস্ব শিদড়ই আসল এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে ফিরে আসেন মাইকেল।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষন এবং অমিতব্যয়ী জীবনযাপন এই কারনেই ব্যক্তিগত জীবনে চরম অর্থ দুর্ভোগ ও হতাশায় কাটিয়েছেন শেষ জীবনে। তিনি ছিলেন এক বর্ণময় বিদ্রোহী এবং সমস্যাগ্রস্থ প্রতিভা। তার বিলাসবহুল চাল চলন প্রবনতা তাকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছিল। মধুসুদনের বর্নময় জীবন তার সাহিত্যের মতোই বিচিত্র ও বিস্ময়কর ছিল। তার সমস্যাগ্রস্থ প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রায়শই থাকতেন হতাশ ও মদ্যপ।

তিনি ছিলেন এমন একজন বিরল প্রতিভা যিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অসৎলামারা সত্বেও মেঘনাদ বধের মতো মহাকাব্য এবং আধুনিক প্রহসন (একেই বলে সভ্যতা) বাংলা সাহিত্যে উপহার দিয়েছিলেন। তার স্ত্রীর বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েও তিনি তার চরম অর্থ দুর্ভোগ, কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। চরম অসংযমী, বিলাসী ও মদ্যপানের আধুক্তি আর অমিতব্যব্যায়ী এই ছিল মাইকেলের শেষ জীবনের দুর্দশার কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মদের প্রতি প্রবল ঝোঁক, ঋণে জর্জরিত শেষ জীবন, এই ছিল তার শেষ সময়। একদিকে বাংলা সাহিত্যে মনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক প্রতিভা, অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনে অসংযম ও মদ্যপান এই কারনে সৃজনশীল প্রতিভার অপচয় ঘটেছে মাইকেলের। ফলে তার শেষ জীবন তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বাঙালী পাঠক সমাজে তিনি এখনও একজন রোমান্টিক ও বিদ্রোহী মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিত করেন তিনিই কাব্যে প্রথমত ও ঐতিহ্যবাহী রীতির অনুবর্তন অগ্রাহ্য করেছিলেন।

তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে বাংলা কাব্য সাহিত্যে নতুন রীতি ও আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলনে। জীবনে শেষ সময়ে তিনি ভয়াবহ অর্থকষ্টে ভোগছিলেন। অত্যাধিক অর্থাভাব ও মানসিক চাপ তার শারীরিক অবস্থার অবনতির কারন। তার মৃত্যু এবং শেষ জীবনটি এতই শোচনীয় যে বাংলা সাহিত্যের এক মহান নক্ষত্রের অকাল প্রয়ান হিসাবে গন্য হয়। স্ত্রী হেনরিয়েটার ভালোবাসা এবং তার নীরব গুলে মাইকেলকে সারাটা জীবন কাঁদিয়েছিল। পুত্র-কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্ত্রী হেনরিয়েটা শিউরে উঠতেন প্রায়শই। এক কথায় জীবনে কখনও সুখ অনুভব করতে পারেননি মাইকেল। জীবনের শেষ সময় যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় বিছানায় শায়িত, মুখ দিয়ে রক্ত পরছিল মাইকেলের। ঠিক ঐ সময়ে তার স্ত্রী হেনরিয়েটাও প্রচন্ড জ্বরে মেঝেতে পরেছিল। মাইকেল তখন সবাইকে বলেছিলেন যে, 'আমাকে দেখতে হবেনা আগে ওকে দেখুন সবাই'। বিছানায় শুয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন মাইকেল। ধীরে ধীরে মাইকেলের শরীরের আরও অবনিত হলো এবং তাকে প্রেসিডেন্সির আলিপুর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ১৮৭৩ সালের ২৬শে জুন হেনরিয়েটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই খবর পাওয়া মাত্রই মাইকেল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। মাইকেল বলতেন যে, 'বিধাতা প্রভু তুমি একই সাথে আমাদের দুজনকে দনে লিনোনা'। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যু সংবাদ তাকে আরও শেষ করে দিয়েছিল মনে ও দেহে। তারপর ধীরে নীরে সবই শেষ, সেই ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন মাইকেলের অন্তিম অবস্থান ঘনিয়ে এলো। সন্তান পরিজন সবার সামনেই বেলা ২টার সময়ে চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েন মাইকেল।

তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতা ও বিদেশী অনেক লোক ভীড় জমিয়েছিল হাসপাতালের বাইরে। স্ত্রী হেনরিয়ের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল মাইকেলকে। লোয়ার সাকুলার রোডের গোরস্তানে মাইকেল ও তার স্ত্রীর সমাধিস্থ করা হয়েছিল। মৃত্যুর আগে অব্দি বাংলা সাহিত্যিক তিনি একা এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ পারেননি। অসামান্য প্রতিভা এবং গগনচুম্বি আত্মবিশ্বাস তাকে সীমাহীন অহংকার দিয়েছিল। হাসপাতালের বিছানায় যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় শায়িত ছিলেন ততদিন খুব কম লোকই তার খবর নিয়েছেন। জীবদ্দশায় যতদিন সচছল ছিলেন বিনা জয়সায় মামলা করে দিতেন মানুষের ততদিন তাকে নিয়ে খাতির করার লোকের অভাব হয়নি। কিন্তু যখন নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন তখন খুব কম লোকেই তার কাছে এসেছিল তাকে দেখতে, জানতে, বুঝতে। সাত ৪৯ বরখ বাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাশ্চাত্য ও বাংলা সাহিত্যের মেলবন্ধনে অগ্রনী পদ্মের দিশারী ও শ্রেষ্ঠ কবি নাট্যকার ও বাংলা সাহিত্যের প্রবর্তক মাইকেল মধুসুদন দত্তের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও প্রনাম জানিয়ে আজ এই পংক্তি মালায় শেষ করছি।

"দাড়াও পথিক বর, জন্ম তব
বঙ্গে!
নিষ্ঠ ক্ষনকাল, এ সমাধি স্কুলে
(জননীয় কোলে)
মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত কবি শ্রী
মধুসুদন
সাগর দাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে তব
জন্মভূমি
জন্মদাতা রাজনারায়ন নামে,
স্মাল জাহ্নবী"।

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ৬৩তম প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের

পাটনা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ৬৩তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার পাটনায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গঙ্গার তীরে বাঁস ঘাটে অবস্থিত তাঁর সমাধিস্থলে নেতা, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সমাধিস্থলে গিয়ে ভারতরত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানের সময় তিনি ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে পাটনার রাজেন্দ্র চৌক ও রাজেন্দ্র ঘাট সমাধিস্থলে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি দেশরত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধা জানালাম। তাঁর সরলতা, বিনয়, প্রজ্ঞা ও জাতির প্রতি নিষ্ঠা দেশবাসীকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব দীপক কুমার, মুখ্যসচিব প্রত্যয় অমৃত, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কুমার রবি, সচিব চন্দ্রশেখর সিং, পাটনার জেলাশাসক ত্যাগরাজন এসএম এবং পাটনার এসএসপি কার্তিকেয় শর্মা-সহ একাধিক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শ্রদ্ধা জানাতে বহু সাধারণ মানুষও সমবেত হন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বাঁস ঘাটের বৈদ্যুতিক দাহঘর পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার পরিষেবা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি মন্দিরি নালা (নিষ্কাশন ব্যবস্থা) এবং বাঁস ঘাট চত্বরে নবনির্মিত দাহঘর ঘুরে দেখেন ও রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মন্দিরি নালার কাজ সম্পূর্ণ হলে বাঁস ঘাট ইনকাম ট্যাক্স গোলচক্করের কাছে বেইলি রোডের সঙ্গে চার লেন সড়কপথে যুক্ত হবে। এই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাষ্ট্রনায়ক এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে অসামান্য অবদানের প্রতি বিহারের শ্রদ্ধা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এমএসসিবি মামলায় ক্লোজার রিপোর্ট গ্রহণ, অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকার নতুনভাবে গড়তে চাইছে এনসিপি

মুম্বাই, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২৫ হাজার কোটি টাকার মহারাষ্ট্র রাজ্য সমবায় ব্যাংক (এমএসসিবি) কেলেঙ্কারি মামলায় বিশেষ আদালতের ক্লোজার রিপোর্ট গ্রহণ মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও আইনি পরিমণ্ডলে বড় মোড় বলে মনে করা হচ্ছে।

এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য আরও বেড়েছে কারণ গত ২৮ জানুয়ারি বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ও এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার-এর মৃত্যুর মাত্র এক মাস পরই এই রায় এল।

আদালত কার্যত মামলা বন্ধ করে দেওয়ায় অজিত পাওয়ারের নাম মৃত্যুর পর আইনি ভাবে পরিষ্কার হল, যা তাঁর পরিবার এবং বর্তমান এনসিপি নেতৃত্বের জন্য বড় স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তে উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার এবং বিধায়ক রোহিত পাওয়ার-সহ প্রায় ৭০ জন উপকৃত হয়েছেন।

এনসিপি শিবিরে এই রায়কে এক দশকব্যাপী আইনি লড়াইয়ের পর বড় রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, সময়টা কাকতালীয় হলেও প্রতীকী,অজিত পাওয়ারের অকালপ্রয়াণের ঠিক এক মাস পর এই 'ক্লিন চিট' এসেছে। তিনি আরও বলেন, ২৫ হাজার কোটি টাকার এই 'কালো দাগ' মুছে যাওয়ায় বর্তমানে এনসিপির জাতীয় সভাপতি ও উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার ইডি বা ইওডব্লিউ তদন্তের ছায়া ছাড়াই দল পরিচালনা করতে পারবেন।

মহারাষ্ট্রের সমবায় ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা দলের আরেক প্রবীণ নেতা বলেন, এই রায়ের ফলে অজিত পাওয়ারের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নতুনভাবে নির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, দশক পুরনো অভিযোগ খারিজ হওয়ায় এনসিপি এখন তাঁর উত্তরাধিকারকে 'দুর্নীতি' নয়, বরং 'রাজনৈতিক নিপীড়ন'-এর শিকার হিসেবে তুলে ধরতে পারবে। মামলাটি ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এমএসসিবি-র তরফে চিনি কল ও সুতা কলগুলিকে ঋণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, আর্থিকভাবে দুর্বল সংস্থাগুলিকে ঋণ দেওয়ার পর ঋণ খেলাপির জেরে কম দামে নিলাম করা হয় এবং সেই ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক পরিচালকদের যোগসূত্র ছিল। ব্যাঙ্কের প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির অভিযোগ ওঠে।

বিরোধী অবস্থানে থাকাকালীন Bharatiya Janata Party (বিজেপি) দীর্ঘদিন ধরে এমএসসিবি মামলাকে এনসিপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তবে অজিত পাওয়ার বিজেপি, শিবসেনা ও এনসিপি-র বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত মহাযুতি জোটে যোগ দেওয়ার পর রাজ্যের ইকনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ), যা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন, জানায় যে কোনও ফৌজদারি অপরাধের প্রমাণ মেলেনি এবং ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেয়। এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)। জোটের অভিযোগ, শাসক শিবির 'ওয়াশিং মেশিন রাজনীতি' করছে, অর্থাৎ নেতারা সরকারে যোগ দিলেই দুর্নীতির অভিযোগ উধাও হয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই মামলায় রোহিত পাওয়ারের নামও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তদন্তে উঠে এসেছিল। ইওডব্লিউ মামলা বন্ধ করে দেওয়ায় আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, ইডির উপরও তাদের তদন্ত পুনর্বিবেচনা বা প্রত্যাহারের চাপ বাড়তে পারে, যা পরিবার ও দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কমাতে সহায়ক হতে পারে।

মুম্বাই—পুনে এক্সপ্রেসওয়ে ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনার পর এসওপি প্রণয়ন করবে মহারাষ্ট্র সরকার

মুম্বাই, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মুম্বাই---পুনে এক্সপ্রেসওয়েতে সাম্প্রতিক ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনার জেরে ৩৬ ঘণ্টার যানজটের ঘটনার পর মানক কার্যপদ্ধতি (এসওপি) প্রণয়ন এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা আরও জোরদার করার ঘোষণা দিল মহারাষ্ট্র সরকার। শনিবার বিধানসভায় এই ঘোষণা করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী প্রতাপ সারনায়েক।

কলিং অ্যাটেনশন মোশনের মাধ্যমে উত্থাপিত আলোচনার জবাবে মন্ত্রী জানান, অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ বহনকারী ট্যাঙ্কারটির বৈধ লাইসেন্স ছিল এবং নিয়মিত পরিদর্শনও করা হচ্ছিল। তবে এক্সপ্রেসওয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি উল্টে যায়। প্রবল যানজটের সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের তৎপরতায় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। গ্যাস লিক বা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত। ট্রাফিক পুলিশ, মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন (এমএসআরডিসি) এবং আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের (আরটিও) আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দাহ্য পদার্থ নিরাপদে অন্য একটি ট্যাঙ্কারে স্থানান্তর করেন বলে জানান তিনি। শিবসেনা (ইউবিটি) বিধায়ক আদিত্য ঠাকরে বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষত হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল) এবং ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)-এর মতো সংস্থাগুলি যে ভাবে প্রধান সড়কপথে পেট্রোলিয়াম ও দাহ্য পদার্থ পরিবহণ করে, সে বিষয়ে সতর্কতা বাড়ানোর দাবি জানান তিনি। মন্ত্রী জানান, মহাসড়কে বিশেষ বিপজ্জনক-পদার্থ মোকাবিলা ইউনিট গঠন এবং টানেল এলাকায় ফোম, জলসহ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, যানজটের সময় সংগৃহীত টোল ফেরত দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। হাতে হাতে টোল ফেরত ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এবং ৩৬ ঘণ্টায় ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে সংগৃহীত ৫ কোটিরও বেশি টাকা গাড়ির মালিকদের ফেরত দেওয়া হবে।

আলোচনায় হস্তক্ষেপ করে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানান, চরম জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্কার এয়ারলিফট করার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যা কিছু দেশে অনুসরণ করা হয়। তিনি স্বীকার করেন, বহু পরিবহণ সংস্থার এমন দুর্ঘটনা সামলানোর জন্য স্পষ্ট এসওপি নেই। তাই বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহণকারী সংস্থাগুলিকে পর্যাপ্ত উদ্ধার সরঞ্জাম রাখা এবং নির্দিষ্ট জরুরি প্রোটোকল তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এনসিপি (এসপি) বিধায়ক জয়ন্ত পাতিল তীব্র যানজটের সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা মোতায়েনের প্রস্তাব দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, হেলিকপ্টার উপলব্ধ থাকলেও রাতের উড়ান সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সংকটকালে ক্ষতিগ্রস্ত রুটে যানবাহন প্রবেশ রোধে সাইনবোর্ড ও এসএমএস সতর্কবার্তার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রচারের জন্য ইন্টেলিজেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইটিএমএস) আরও উন্নত করা হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি বিধানসভাকে আশ্বস্ত করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজনৈতিক নেতার বিরোধিতা মানেই দেশের বিরোধিতা নয়: অজমের ভাষণের পর মোদিকে নিশানা গেহলটের

জয়পুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অজমেরে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানের ভাষণকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি অভিযোগ করেন, সরকারি মঞ্চ ব্যবহার করে কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, কোনও রাজনৈতিক নেতার বিরোধিতা করা মানেই দেশের বিরোধিতা নয়।

গেহলট মন্তব্য করেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" এবং সরকারি অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাঁর মতে, এ ধরনের মঞ্চে দলীয় আক্রমণের বদলে জনস্বার্থের বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, "অজমেরে আজ প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর রাজনৈতিক হতাশার পরিচায়ক। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁদের কোনও অবদান ছিল না, তাঁদের মুখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশভাগের অভিযোগ হাস্যকর। কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে।"

গেহলট আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মনে রাখবেন, তাঁকে বিরোধিতা করা মানেই দেশকে বিরোধিতা করা নয়। নিজেকে দেশের ঊর্ধে ভাবা উচিত নয়। সরকারি মঞ্চকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা দুঃখজনক।"

তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্র কি চায় না রাজস্থানের মতো সারা দেশে 'রাইট টু হেলথ' কার্যকর হোক? গিগ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার আইন এবং আরবান এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের মতো উদ্যোগ নিয়েও তিনি কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চান।

এছাড়া, পূর্ব রাজস্থান ক্যানাল প্রকল্প-এর নাম পরিবর্তন ছাড়া বাস্তবে কোনও অগ্রগতি হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

পেপার লিক ইস্যুতে রাজস্থানের কঠোর আইনের উল্লেখ করে গেহলট বলেন, "আজীবন কারাদণ্ড, ১০ কোটি টাকা জরিমানা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের মতো বিধান রয়েছে আমাদের আইনে। এটি দেশের জন্য উদাহরণ।"

তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি সরকারের আমলে হওয়া ওএমআর শিট কেলেঙ্কারির তদন্তে সাহস দেখানো হয়নি। বিধানসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস সরকারের প্রকল্পগুলি বন্ধ না করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা রক্ষা করার আহ্বানও জানান তিনি।

শেষে গেহলট কটাক্ষ করে বলেন, "রাজস্থানে 'ডাবল ইঞ্জিন' স্লোগান এখন 'ডাবল জিরো'-তে পরিণত হয়েছে।"

দলীয় কোন্দল ভুলে টিম প্লেয়ার হন, নইলে রিজার্ভে বসতে হবে: পাঞ্জাব কংগ্রেসকে রাহুলের বার্তা

বারনালা (পাঞ্জাব), ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাঞ্জাব কংগ্রেস নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। দলীয় কোন্দল বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কেউ দলের ঊর্ধ্বে নন।

'সেভ এমএনরেগা, সেভ ফার্মার্স' কর্মসূচির আওতায় বারনালায় আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল বলেন, "একজন খেলোয়াড় ম্যাচ জিততে পারে না। আমাদের পুরো একটি দল আছে। আমি সবার কাছে বার্তা দিতে চাই টিম প্লেয়ার হোন, না হলে রিজার্ভে বসতে হবে। আপনি যত বড় নেতা-ই হন না কেন, কেউ দলের চেয়ে বড় নন।"

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যদি কেউ দলগতভাবে কাজ না করেন, তাহলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।"

সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও তীব্র আক্রমণ করেন রাহুল। তিনি বলেন, পাঞ্জাব ভালো করেই জানে এই দেশের ভিত কৃষক ও শ্রমিকদের উপর দাঁড়িয়ে। "আমি এখানে এসেছি দিল্লিতে কী হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক সময়ে কী করেছেন এবং তার পরিণতি কী হতে পারে তা বোঝাতে," বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর সংসদে হওয়া বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ নারাভানে-এর বইয়ে উল্লেখ রয়েছে যে চীনা ট্যাঙ্ক ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করছিল। "সেনা সদস্য ও প্রাক্তন সেনাকর্মীদের আমি অনুরোধ করব বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে শুনতে, " বলেন তিনি।

প্রায় ৩০ মিনিটের ভাষণে তিনি এমজিএনরেগা এবং ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য আলোচনার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও কথা বলেন। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

রাহুল বলেন, "পাঞ্জাব আমাদের শক্তি। এখানে এলেই আমি ভারতের ভিত্তি দেখি। আপনারাই আমাদের রক্ষক, আপনারাই ভিত্তি।"

উল্লেখ্য, বারনালা ঐতিহ্যগতভাবে আম আদমি পার্টির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবেও এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৭ সালের নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ঘাঁটি মজবুত করতে রাহুলের এই কর্মসূচি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে মহল।

মার্কিন-ইরান উত্তেজনার মাঝে ইজরায়েল ও ইরানে থাকা নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ নেপালের

কাঠমান্ডু, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ইজরায়েল, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী নেপালি নাগরিকদের সতর্ক ও সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছে নেপাল সরকার।

শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানে আকাশপথে হামলা চালায় বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে। ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পরই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে ইরান, ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কাতারের একাধিক এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাওয়ার খবর মিলেছে।

নেপাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে ইজরায়েল ও ইরানে থাকা নেপালি নাগরিকদের স্থানীয় প্রশাসনের জারি করা নিরাপত্তা নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে। যতটা সম্ভব ঘরের ভিতরে থাকার, সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে হবে। কাঠমান্ডুর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তেল আবিবে অবস্থিত নেপাল দূতাবাস এবং দোহায় অবস্থিত নেপাল দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা ইজরায়েল বা ইরান সফরের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সফর স্থগিত রাখার জন্য জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে কর্মরত নেপালি নাগরিকদেরও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মেনে চলতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইজরায়েলে প্রায় এক ডজন নেপালি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতেও সরকার সতর্কতা জোরদার করেছে।

এদিকে দোহায় অবস্থিত নেপাল দূতাবাস ইরানে থাকা নেপালি নাগরিকদের উদ্দেশে পৃথক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, সরকারি যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নিজেদের আবাসনের নিকটবর্তী নির্ধারিত নিরাপদ আশ্রয়স্থলের কাছাকাছি থাকতে হবে। স্থানীয় সংবাদ, সরকারি ঘোষণা ও জরুরি সতর্কবার্তার উপরও নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে লক্ষাধিক নেপালি কর্মরত রয়েছেন। সরকার জানিয়েছে, বিদেশে থাকা নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক মিশন ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রাখা হচ্ছে।

মার্কিন-ইজরায়েল হামলার জেরে বাড়তে পারে বিশ্ববাজারে তেলের দাম

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের বৃহৎ সামরিক অভিযানের জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে অপরিশোধিত তেল রফতানিতে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশই হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয়। এটি পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের নৌবাহিনী ধ্বংস করাকে সামরিক অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে ওই অঞ্চল দিয়ে তেল পরিবহণ ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সমন্বিত মার্কিন-ইজরায়েল হামলার ফলে বাজারে 'ওয়ার প্রিমিয়াম' যুক্ত হতে পারে, যার প্রভাব পড়বে তেলের দামে। ইতিমধ্যেই শুক্রবার বাণিজ্য শেষে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ২ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭২.৪৮ ডলারে স্থির হয়েছে।

বার্কলেজ ব্যাংক জানিয়েছে, উল্লেখযোগ্য সরবরাহ ব্যাঘাত ঘটলে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ ডলারে পৌঁছতে পারে। তবে উত্তেজনা বাড়লেও তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন নাও ঘটতে পারে বলে তারা মনে করছে।

এদিকে এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে ভারত উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে থেকেও তেল আমদানি বাড়িয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করেছে। বর্তমানে বড় অংশের আমদানি হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে না। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলির (ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম) কাছে কয়েক সপ্তাহের মজুত রয়েছে এবং একাধিক রুট দিয়ে সরবরাহ অব্যাহত আছে।ভারত তার মোট অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ আমদানি করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে আমদানি বিল বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর চাপ পড়ে, যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে।

তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার মতো অঞ্চল থেকেও আমদানি বাড়িয়েছে এবং কৌশলগত তেল ভান্ডার গড়ে তুলেছে। পুদুরে ২.২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, বিশাখাপত্তনমে ১.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ম্যাঙ্গালুরুতে ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন সংরক্ষণ ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া সমুদ্রতীরবর্তী চাঁদিখোলে আরও একটি কৌশলগত ভান্ডার তৈরি হচ্ছে।জরুরি পরিস্থিতিতে এই কৌশলগত ভান্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে জাতীয় তেল সংস্থাগুলিকে স্বস্তি দিতেও এই মজুত কাজে লাগানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

উত্তরপ্রদেশের চন্দৌলিতে রেল পুলিশের জালে দুই, উদ্ধার ১.৭৫ কোটি টাকা নগদ

চন্দৌলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): উৎসবের আগে জোরদার তল্লাশি অভিযানে বড় সাফল্য পেল রেল পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের চন্দৌলি জেলার পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন স্টেশনে চেকিং চলাকালীন ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)। ঘটনায় লখনউয়ের বাসিন্দা দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শনিবার জানানো হয়েছে।আসন্ন উৎসবের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার অংশ হিসেবে জিআরপি ও রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এর যৌথ দল স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের ভিতরে বিস্তৃত তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে লখনউ থেকে কলকাতাগামী অকাল তখ এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ১২৩১৮)-এ তল্লাশি চালানোর সময় রীতেশ ও প্রিগনেশ নামে দুই যাত্রীকে আটক করা হয়। তাঁরা ট্রেনের এ-১ কোচে ভ্রমণ করছিলেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, "চেকিং চলাকালীন ওই দুই যাত্রীর আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। কোচের ১৩ ও ১৪ নম্বর বার্থ থেকে মোট ১.৭৫ কোটি টাকা ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার হয়।"জিজ্ঞাসাবাদের সময় নগদ অর্থের উৎস বা বহনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি অভিযুক্তরা। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাজেয়াপ্ত অর্থ গয়না-সংক্রান্ত হাওয়ালা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। তবে বিস্তারিত তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।ঘটনার বিষয়ে আয়কর দফতরকে অবহিত করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ আয়কর দফতর গ্রহণ করবে।পুলিশের দাবি, এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। উৎসবের মরশুমে জিআরপি ও আরপিএফ-এর সমন্বিত তল্লাশি অভিযান আগামী দিনগুলিতেও জারি থাকবে।

বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থায় আস্থা পুনর্গঠন বিএনপি সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ: রিপোর্ট

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা তারেক রহমান নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি হল দেশের বিচারব্যবস্থায় জনআস্থা পুনরুদ্ধার করাএমনটাই উঠে এসেছে এক প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা জনমনে স্বস্তির বদলে উদ্বেগ তৈরি করেছে। ফলে নতুন প্রশাসনের উপর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্থবহ সংস্কার আনার দায়িত্ব বর্তেছে।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের ডেপুটি সলিসিটর এমডি আরিফুজ্জামান বলেন, নতুন বিএনপি সরকার একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের সন্দেহ ও সংশয়ের উত্তরাধিকার পেয়েছে। অতীতের ভুলগুলো খোলাখুলি মোকাবিলা না করলে আস্থা ফেরানো সম্ভব নয় বলেও তিনি মত দেন।

আরিফুজ্জামান লিখেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা বা ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে গণগ্রেফতার ও বিস্তৃত প্রসিকিউশন ক্ষমতা প্রদানকারী আইনগুলিকে পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করা জরুরি, যাতে অপব্যবহার রোধ করা যায়। বিচারপতি নিয়োগ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার উপরও তিনি জোর দেন।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জনমনে যে সব মামলার ধারণা তৈরি হয়েছে, সেগুলির ন্যায়সংগত পর্যালোচনা প্রয়োজন। চলতি মামলায় রাজনৈতিক নেতাদের প্রকাশ্য মন্তব্য বা তদন্তকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ জনবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

আইন বিশেষজ্ঞের মতে, বাংলাদেশের রাজনীতি কখনওই খুব স্থিতিশীল ছিল না। গণগ্রেফতার, বিতর্কিত বিচার এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে বিচারিক প্রক্রিয়ার মিশ্রণ ধীরে ধীরে জনআস্থা ক্ষয় করেছে।

তিনি উল্লেখ করেন, কেবল বক্তৃতা বা আইন সংশোধন করলেই আস্থা ফিরে আসবে না। বরং প্রতিটি মামলায় আইনের নিরপেক্ষ ও ধারাবাহিক প্রয়োগ নাগরিকদের চোখে দৃশ্যমান হতে হবে। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা শুধু ঘোষণায় নয়, বাস্তব প্রয়োগে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

আরিফুজ্জামান বলেন, সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন সহজ হতে পারে, কিন্তু জনবিশ্বাস জোর করে আদায় করা যায় না। তা অর্জন করতে হয় দৃশ্যমান ন্যায়, প্রক্রিয়াগত কঠোরতা এবং অতীতের বিতর্কিত ধারা থেকে স্পষ্ট বিচ্ছেদের মাধ্যমে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, যদি নতুন সরকার আইনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে পারে, তবে তা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারই নয়বাংলাদেশের মূল আদর্শকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে; যেখানে ক্ষমতা নীতির অধীন এবং আদালত শক্তিশালীদের রক্ষা নয়, বরং সকলের অধিকার সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান।

গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা লালনকারী দেশের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থায় আস্থা পুনরুদ্ধারই হতে পারে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার আসল পরীক্ষার ক্ষেত্রএমনটাই মত তাঁর।

বেঙ্গল এসআইআর: বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চার জেলায় আইনশৃঙ্খলা তদারকিতে চার সিনিয়র আইপিএস অফিসার মোতায়েন

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তিনটি পৃথক শ্রেণিতে প্রকাশকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য উত্তেজনার আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চারটি জেলাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ওই জেলাগুলিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তদারকির জন্য চারজন সিনিয়র আইপিএস অফিসারকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত জেলাগুলি হল মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও কোচবিহার। চারটিই বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে নেয়। কোচবিহার ও মালদা উত্তরবঙ্গে, আর মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত। মালদা ও মুর্শিদাবাদ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা হিসেবে পরিচিত এবং অতীতে মাঝে-মধ্যেই উত্তেজনার সাক্ষী থেকেছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ২টো থেকে চার আধিকারিক নিজ নিজ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ফোর্স) অজয় নন্দকে মালদা জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে সহায়তা করবেন রাজ্যের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ফোর্সের এক আধিকারিক এবং মালদা জেলা পুলিশের এক আধিকারিক।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (কোস্টাল সিকিউরিটি) সুনীল কুমার যাদবকে কোচবিহার জেলার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের এক আধিকারিক এবং কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (হেডকোয়ার্টার্স) রশিদ মুনির খানকে মুর্শিদাবাদ জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে সহায়তা করবেন কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ফোর্সের দুই সদস্য এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক।

ইন্সপেক্টর জেনারেল (ট্র্যাফিক) গৌরব শর্মাকে নদিয়া জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে সহায়তা করবেন নদিয়া জেলা পুলিশের দুই আধিকারিক।

এদিকে, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রথম দফার ২৪০টি কোম্পানি শুক্রবার থেকে ধাপে ধাপে রাজ্যে পৌঁছাতে শুরু করেছে। আগামী ১ মার্চ থেকে এই বাহিনী মোতায়েন করা হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ের অংশ হিসেবে।

প্রথম দফায় থাকবে ১১০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৫৫ কোম্পানি বিএসএফ, ২১ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২৭ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ২৭ কোম্পানি এসএসবি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই এবং আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই এই বাহিনী মোতায়েনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে।এছাড়া, দ্বিতীয় দফায় আরও ২৪০ কোম্পানি সিএপিএফ আগামী ১০ মার্চ থেকে মোতায়েন করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এতে রাজ্যের নিরাপত্তা বলয় আরও জোরদার হবে।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের শুভেচ্ছা জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে দেশের সকল বিজ্ঞানী ও গবেষকদের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে তিনি বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা, উদ্ভাবন ও জাতি গঠনে তাঁদের অবদানের প্রশংসা করেন।

এক্সে বার্তায় তিনি লেখেন, "জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমাদের সকল বিজ্ঞানী ও গবেষকদের শুভেচ্ছা। আপনাদের অনুসন্ধিৎসা আমাদের পথ আলোকিত করে এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার সমাধান তৈরি করে। এই দিন আমাদের উদ্ভাবন, নির্মাণ ও নিজেদের পছন্দের ভবিতব্য গড়ার সংকল্পকে নতুন করে জাগ্রত করুক।"

প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারত জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করে মহান বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন-এর 'রামন প্রভাব' আবিষ্কারের স্মরণে। ১৯২৮ সালে আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক আবিষ্কার পরবর্তীতে তাঁকে ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। এর মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোবেলজয়ী প্রথম এশীয় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেন।

সময়ের সঙ্গে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যার লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করা।

এ বছর জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান রাজধানীর বিজ্ঞান ভবন-এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের সূচনা হবে প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তৃতার মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে দেশীয় মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন ড. শুভা ভি. আইয়ঙ্গার। গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ও উপাদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবেন ড. কে. বালাসুব্রামানিয়ান। ডাইরেক্ট-টু-মোবাইল সম্প্রচার প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন প্রসঙ্গে বক্তব্য দেবেন শ্রী শশী এস. ভেম্পতি।

বিজ্ঞান ও জননীতির সংযোগ নিয়ে একটি প্যানেল আলোচনাও কর্মসূচির অংশ। নীতি আয়োগ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি, সিএসআইআর-এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সিএসটিইপি এবং আইজিএসটিসি-র বিশেষজ্ঞরা জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামঞ্জস্য নিয়ে মতবিনিময় করবেন।

এছাড়াও ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান যোগাযোগ এবং 'ফেস টু ফেস উইথ সায়েন্টিস্টস' শীর্ষক ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনও আয়োজিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সাফল্যের স্মরণে পালিত হলেও জাতীয় বিজ্ঞান দিবস কেবল উদ্‌যাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রসার, গবেষণা ও নীতিনির্ধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা, দেশীয় উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করা এবং বিশেষত স্টেম ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

ইসিএইচএসে অর্থসংকট মেটানো ও প্রতিবন্ধী পেনশনে কর প্রত্যাহারের দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-কে চিঠি লিখে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য এক্স-সার্ভিসম্যান কন্টিবিউটরি হেলথ স্কিম (ইসিএইচএস)-এ তহবিল ঘাটতি এবং প্রতিবন্ধী পেনশনে নতুন আয়কর ধারার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে রাহুল গান্ধী সশস্ত্র বাহিনীর কর্মী ও প্রাক্তন সেনাদের উপর প্রভাব ফেলছে এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। তিনি লেখেন, "সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলছে এমন দু'টি বিষয়ইসিএইচএস-এ পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং প্রতিবন্ধী পেনশনের উপর নতুন আয়কর প্রত্যাহারনিয়ে আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।"

ইসিএইচএসের আর্থিক সঙ্কটের প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, প্রাক্তন সেনাদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত এই প্রকল্প বর্তমানে তীব্র অর্থাভাবের সম্মুখীন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ১২ হাজার কোটিরও বেশি টাকার চিকিৎসা বিল বকেয়া পড়ে রয়েছে, বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম, এবং অর্থপ্রদানে দেরির কারণে বহু হাসপাতাল এই প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে।

রাহুল গান্ধী আরও বলেন, এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে প্রাক্তন সেনা ও তাঁদের পরিবারের উপর। অনেকেই গুরুতর রোগের চিকিৎসা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা নিজেদের পকেট থেকে খরচ করছেন। "যাঁরা দেশের সেবা করেছেন, প্রয়োজনে তাঁদের অবহেলিত মনে হওয়া দুঃখজনক," মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়া তিনি ২০২৬ সালের ফাইন্যান্স বিলের একটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জানান, কোনও সেনাকর্মী চাকরিতে বহাল থাকলে তাঁর প্রতিবন্ধী পেনশনের উপর কর আরোপের প্রস্তাব আনা হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। "১৯২২ সালের পর এই প্রথম প্রতিবন্ধী পেনশনে কর আরোপের প্রস্তাব এসেছে। এই পেনশন আয় নয়, বরং আঘাতপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের জন্য সহায়তা," উল্লেখ করেন কংগ্রেস নেতা।

তিনি দাবি করেন, আহত অবস্থায়ও যদি কোনও সেনাকর্মী দেশের সেবা চালিয়ে যান, তবে তাঁর পেনশনে কর আরোপ করা অন্যায় ও অসম্মানজনক।

সম্প্রতি প্রাক্তন সেনাদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এই বিষয়গুলি তাঁর নজরে আসে বলেও জানান তিনি।চিঠির শেষে রাহুল গান্ধী অর্থমন্ত্রীকে ইসিএইচএসের সমস্ত বকেয়া দ্রুত মেটানো এবং প্রতিবন্ধী পেনশনে সম্পূর্ণ করছাড় পুনর্বহালের আহ্বান জানান।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 2 28-02-2026, 23:37

শনিবার আগরতলায় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়েছে। নিজস্ব ছবি।

বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান: সরকারি আইন কলেজে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরা সরকারি আইন কলেজের কনফারেন্স হলে আজ "বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান" বিষয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে এই কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা এবং কমিশনের সদস্য মাধব পাল বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬-এর বিভিন্ন বিধান এবং কমিশনের কার্যকারিতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা ইন্টারেক্টিভ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও আইন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. বিবেক কুমার মিশ্র, সহকারী অধ্যাপক যুথিকা নৌখম, বিনিতা বাসফোর, ড. স্থিতি দাশগুপ্ত, এবং ড. পার্থ সারথি আঢ্য সহ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

হারেরখোলা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির পরিদর্শনে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: গ্রামীণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মান খতিয়ে দেখতে আজ ধলাই জেলার বিমল সিনহা মেমোরিয়েল মহকুমা হাসপাতালের অন্তর্গত হারেরখোলা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির পরিদর্শন করেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান সুমন বেরি। এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলসহ তিনি এই কেন্দ্রটির স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

এই বিশেষ পরিদর্শনে ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে ছিলেন রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এবং ধলাই জেলার জেলাশাসক। পরিদর্শনকালে সুমন বেরি আরোগ্য মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য উপলব্ধ ওষুধের মজুদ ও রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার খোঁজ নেন। এরপর তিনি সেখানে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী এবং আশা কর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

এআইডিএসও- র উদ্যোগে চন্দ্রশেখর আজাদের ৯৬তম আত্মবলিদান দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: ভারতবর্ষের আপোষহীন ধারার বীর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ-এর ৯৬তম আত্মবলিদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায়। এদিনের এই কর্মসূচির আয়োজন করে এআইডিএসও, এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও। এদিন সকালে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে শহিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং চন্দ্রশেখর আজাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত নেতৃত্বগণ আজাদের সংগ্রামী জীবন, দেশপ্রেম এবং ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে তাঁর অদম্য ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্ক (বর্তমানে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক) এলাকায় ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি শেষ গুলিটি নিজের জন্য রেখে আত্মবলিদান দেন। তাঁর অঙ্গীকার ছিলতিনি কখনও জীবিত অবস্থায় ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়বেন না। বক্তারা বলেন, চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন আপোষহীন মনোভাব ও আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দেশাত্মবোধক স্লোগান ও শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, আজাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ সমাজ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে।

সোনামুড়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশ বাংলাদেশি যুবকসহ ভারতীয় দালাল আটক

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: সীমান্তবর্তী সোনামুড়া এলাকায় ফের অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুর্গাপুর এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিক ও এক ভারতীয় দালালকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স আইন এবং ২০২৩ সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আটক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম ইয়াসিন আরাফাত (১৯)। তিনি কুমিল্লা জেলার কোটওয়ালি থানাধীন সংরাইজ এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম মৃত মাসুক মিয়া। অন্যদিকে, আটক ভারতীয় দালালের নাম আবুল খায়ের (৪৫)। তাঁর বাড়ি সেপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন দুর্গাপুর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ওই বাংলাদেশি যুবককে সহযোগিতা করছিলেন স্থানীয় দালাল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জুমখেতের টংঘরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়া অম্পি পার্শ্ববর্তী খাসিয়ামঙ্গল বি.এস.এফ ক্যাম্প সংলগ্ন একটি জুম খেতের টংঘরে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির পঁচাগলা ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদেহটি পঁচা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী ওই ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছর হতে পারে। অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির পরনে ছিল খাগি শার্ট ও নীল রঙ্গের লুঙ্গি। স্থানীয়দের কেউ কেউ মনে করছেন, মৃতদেহটি লাকড়ি সংগ্রহ করতে আসা কারও হতে পারে। আবার অন্যদের ধারণা, এটি কোনো জুমিয়ার মৃতদেহ হতে পারে। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানার এএসআই নেপাল মুন্ডার মতে, মৃতদেহটি আনুমানিক আট থেকে নয় দিন পুরনো। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছেটংঘরে বসা অবস্থায় কেউ কিভাবে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে? আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন, তা স্পষ্ট হবে বিস্তারিত তদন্তের পরেই। উল্লেখ্য ,কিছুদিন পরেই জুমের জমি আগুন দিয়ে পরিষ্কার করার সময় আসছে। আর মৃতদেহের কাছাকাছি একগুচ্ছ শুকনো লাকড়ি পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছেঅজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তি আসলে জুমিয়া ছিলেন নাকি লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন? আর তাঁর মৃত্যু কীভাবে ঘটল, তা এখনও রহস্যে ঘেরা। স্থানীয়দের মধ্যে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কেউ মনে করছেন এটি আত্মহত্যা, আবার কেউ সন্দেহ করছেন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এই রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনের আসল কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশি তদন্তই এখন ভরসা।

খোয়াইয়ে গৃহবধূ নিখোঁজ, পরকীয়ার অভিযোগে থানায় স্বামীর দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই জেলার সোনাতলা গ্রামে এক গৃহবধূর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দুই কন্যা সন্তানকে বাড়িতে রেখে ওই গৃহবধূ পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ স্বামীর। ইতিমধ্যে এ নিয়ে খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২৫ তারিখ পশ্চিম সোনাতলা কাজীবাড়ি স্কুলে একটি মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন সোমা দেব রায় (নাম পরিবর্তিত)। স্বামী বিপ্লব বাবু নিজেই স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেন। স্ত্রী জানিয়েছিলেন, মিটিং শেষে তিনি ছোট বোনের বাড়িতে যাবেন। কিন্তু পরে জানা যায়, তিনি মিটিংয়েও যোগ দেননি এবং বোনের বাড়িতেও পৌঁছাননি।

বিকেলে স্ত্রীর ছোট বোন বিপ্লব বাবুকে ফোন করে সোমা দেব রায়ের খোঁজ জানতে চাইলে বিষয়টি সামনে আসে। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। সারাদিন ও সারারাত তল্লাশি চালিয়েও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। অবশেষে ২৬ তারিখ খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন স্বামী। বিপ্লব বাবুর দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে এক যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর যোগাযোগ ছিল। সেই যুবকের সঙ্গেই তিনি পালিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় প্রায় ৪০ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গেছেন বলেও জানান। এ ঘটনার পেছনে শাশুড়িরও ভূমিকা থাকতে পারে বলে তার সন্দেহ।

দম্পতির দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে নবম শ্রেণিতে এবং ছোট মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিপ্লব বাবু প্রশাসনের কাছে দ্রুত স্ত্রীর সন্ধান চেয়েছেন।

ঘটনায় খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে বিভিন্ন সূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ মহা নির্দেশকের উপস্থিতিতে নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় এডিনগরে ত্রিপুরা পুলিশের সুবিশাল বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এডিনগর পুলিশ মাঠ থেকে এক সুবিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করল ত্রিপুরা পুলিশ। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের মহা-নির্দেশক অনুরাগ ধনকর সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা।

এদিন প্রায় ৫৪০টি বাইক নিয়ে র‍্যালিটি আগরতলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও এলাকা পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে অংশ নেয় বিএসএফ, সিআরপিএফ, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস, ত্রিপুরা ওমেন পুলিশ, ত্রিপুরা স্টেট ওমেন পুলিশ-সহ বিভিন্ন শাখার পুলিশকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহা-নির্দেশক অনুরাগ ধনকর বলেন, মহিলা নাগরিকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা প্রশাসনের অগ্রাধিকার। কীভাবে মহিলাদের ও শিশুদের আরও কার্যকরভাবে সহায়তা করা যায়, সে বিষয়ে সবাইকে আন্তরিকভাবে ভাবতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ রুখতে শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সামাজিক সচেতনতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

আগরতলা শহরে পুকুর ভরাটের অভিযোগ, সরব ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা শহর এলাকায় বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট করে বহুতল নির্মাণের অভিযোগে সরব হলো ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাব ও স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন তারা।

অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে নিয়ম ভেঙে পুকুর ভরাট করে বহুতল দালান নির্মাণের কাজ চলছে। অথচ রাজ্য সরকার পুকুর ভরাট সংক্রান্ত আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে এবং দুই গন্ডার বেশি আয়তনের পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে কীভাবে বড় আকারের পুকুর ভরাট হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় সুজিত নন্দী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রায় ৮ গন্ডা আয়তনের একটি পুকুর ভরাট করে ফ্ল্যাট নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। ক্লাবের দাবি, এত বড় পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে কীভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যদি অনুমতি থেকে থাকে, তবে কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন শর্তে তা দেওয়া হয়েছেসে বিষয়েও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর বক্তব্য, এভাবে জলাশয় ভরাট চলতে থাকলে শহরের পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে এবং ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতার সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে। তারা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

এডিসি'র ৩টি আসনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আজ এডিসি'র ৫-ছামনু, ৬-মনু-ছৈলেংটা এবং ৭- দামছড়া-কচুছড়া আসনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ছৈলেংটাস্থিত মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে লংতরাইভ্যালির মহকুমা শাসক তথা ইআরও সুব্রত দাস খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ৫-ছামনু কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৩,৪৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৮১১ এবং মহিলা ভোটার ১৬,৬৮৩ জন। ৬-মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৩,০৩০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৫২৯ এবং মহিলা ভোটার ১৬,৫০১ জন। ৭-দামছড়া-কচুছড়া কেন্দ্রে ভোটার রয়েছেন ৩৭,৩৭২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৮,৬১২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৮,৭৬০ জন। খসড়া ভোটার তালিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা পুলিশ-এর উদ্যোগে আইন সচেতনতা কুইজ, আয়োজনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে রাজ্য পুলিশের উদ্যোগে এক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধনকর এবং পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে আইন, সংবিধান, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহা নির্দেশক অনুরাগ বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটবেলা থেকেই আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে এই কুইজ প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল তরুণ প্রজন্মকে আইন মান্যতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অবহিত করা।

রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে এবং সমাজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তারা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

অমরপুর-এ হামলার অভিযোগ, ভারতীয় জনতা পার্টি-র বিরুদ্ধে সরব তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: অমরপুরের ডালাক বাজার এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে তিপরা মথার এক নেতা বিজেপি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন। এ ঘটনায় অভিষেক নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আহত নেতা দেলোয়ার হোসেন, যিনি তিপরা মথার সঙ্গে যুক্ত এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও পরিচিত, অভিযোগ করেন যে ডালাক বাজার এলাকায় তাঁকে ঘিরে ধরে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তিপরা মথার অন্যান্য নেতাকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহত দেলোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

পরবর্তীতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তিপরা মথার পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট-এর স্টেট ক্রেডিট সেমিনার ২০২৫—২৬ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার আগরতলা শহরের একটি হোটেলে নাবার্ডের স্টেট ক্রেডিট সেমিনার ২০২৫---২৬ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তুতকৃত স্টেট ফোকাস পেপারের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের অর্থ ও কৃষি দপ্তরের আইএএস সচিব অপূর্ব রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব, স্কুল শিক্ষা ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের আইএএস সচিব ডঃ মিলিন্দ রামটেকে, নাবার্ডের জিএম ও ওআইসি অনিল এস কোটমায়ার সহ বিভিন্ন ব্যাংক ও সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা।

সেমিনারে আগামী অর্থবর্ষে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে ঋণ প্রবাহ, সম্ভাব্য বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্টেট ফোকাস পেপারে রাজ্যের কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, অবকাঠামো এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

নাবার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই সেমিনারের মূল লক্ষ্য।

পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ উত্তর জেলার বাঘন পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল এলাকাবাসীরা। চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা। যদিও দীর্ঘক্ষণ অবরোধ থাকার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। উত্তর জেলার কদমতলা কুর্তি বিধানসভা এলাকার প্রেমতলা থেকে কুর্তি যাওয়ার মূল বিকল্প জাতীয় সড়কের উপর বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হলেন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকটে ক্ষুব্ধ হয়ে শুক্রবার সকাল প্রায় আটটা থেকে স্থানীয় মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই ওয়ার্ডে প্রায় ১০ থেকে ১২টি পরিবারের বসবাস হলেও গত কয়েক মাস ধরে তীব্র পানীয় জলের সংকট চলছে। অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই বাসিন্দারা পথ অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

অবরোধের জেরে ব্যস্ততম সড়কের দু'পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। স্কুল পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষসহ সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার এসআই সঞ্জীব মালাকার পুলিশ বাহিনী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। প্রশাসনের আশ্বাসের ভিত্তিতেই অবরোধকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন, পরে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্পষ্ট বার্তা, আশ্বাস বাস্তবায়িত না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে তাঁরা বাধ্য হবেন। পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যায় ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে, যা প্রশাসনের জন্য বড় সতর্কবার্তা বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী।

আইন ও বিচার এবং সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল শনিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে 'ভারত সরকারের মামলা মোকদ্দমার দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন। ছবি - পিআইবি।

ব্রহ্মপুত্রের জলপথ উত্তর পূর্বের সুস্থায়ী অর্থনৈতিক করিডোর: সর্বানন্দ সোনোয়াল

ডিব্রুগড়, ২৮ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জাতীয় জলপথ—২ ব্রহ্মপুত্র নদে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ‘‘বিকাশ ও ঐতিহ্য’’---র ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বলেই তিনি এই উদ্যোগকে অভিহিত করেন।
শুক্রবার উদ্বোধিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বগীবিলে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কমপ্লেক্স, ধুবড়িতে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কমপ্লেক্স এবং ডিব্রুগড়ে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া এর সংস্কার করা ঐতিহ্যবাহী ভবন।চৌকিদিঙ্গি মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রশান্ত ফুকন, পূর্তমন্ত্রী যোগেন মোহন, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বিমল বরা, সাংসদ রামেশ্বর তেলি, বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রকের সচিব বিজয় কুমার, আইডব্লিউএআই-এর চেয়ারম্যান সুনীল পালিওয়াল।
অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সোনোয়াল বলেন, এই প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গতিশীল শাসন মডেলের প্রতিফলন, যেখানে দ্রুত উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জির গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ‘বিকাশ ও ঐতিহ্য’-র সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছি। উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগোতে গিয়ে আমরা আমাদের শিকড়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণে সচেষ্ট। ব্রহ্মপুত্র শুধু একটি নদী নয়, এটি আমাদের জীবনরেখা, আমাদের ইতিহাস ও আমাদের ভবিষ্যৎ।’’সোনোয়াল জানান, নতুন পরিকাঠামো লজিস্টিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, যাত্রী চলাচল বাড়াবে এবং উত্তর—পূর্বে বাণিজ্য ও পর্যটনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।বগীবিলের কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কমপ্লেক্স আধুনিক পর্যটন—সহ—কার্গো টার্মিনালের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন এবং আইডব্লিউএআই-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম একক কমপ্লেক্সে সমন্বিত করা হয়েছে। এখানে পৃথক আগমন ও প্রস্থান প্রতীক্ষালয়, কার্গো সংরক্ষণ এলাকা, প্রশাসনিক ব্লক, কর্মীদের সুবিধা এবং সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। এটি এনডব্লিউ---২-এ কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং ভারত---বাংলাদেশ প্রোটোকল রুটে বাণিজ্য সহজতর করবে।ধুবড়ির কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কমপ্লেক্স পশ্চিম আসামে রপ্তানি---আমদানি কার্যক্রম জোরদার এবং নিয়ন্ত্রক তদারকি উন্নত করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে।এটি বাংলাদেশ ও ভুটানের সঙ্গে সীমান্তবর্তী বাণিজ্যে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণে ধুবড়িকে একটি কৌশলগত প্রবেশদ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।ডিব্রুগড়ে সংস্কার করা ঐতিহ্যবাহী ভবনটিতে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক কার্যকরী পরিকাঠামো সংযোজন করা হয়েছে। জাতীয় জলপথ আইন, ২০১৬ অনুযায়ী উত্তর—পূর্বে ২০টি নদীকে জাতীয় জলপথ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র (এনডব্লিউ—২), বরাক (এনডব্লিউ—১৬), ধনসিরি (এনডব্লিউ—৩১) এবং কপিলি (এনডব্লিউ—৫৭) সক্রিয়ভাবে উন্নয়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি লজিস্টিক ব্যয় কমাতে, সীমান্তবর্তী বাণিজ্য জোরদার করতে, যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ উন্নত করতে এবং উত্তর—পূর্বে ব্রহ্মপুত্রকে একটি নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অর্থনৈতিক করিডর হিসেবে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে।

কর্ণাটকে ৪৯.৪৫ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলা ইডি-র চার্জশিট দাখিল

মাঙ্গালুরু, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কর্ণাটকের মাঙ্গালুরুতে প্রায় ৪৯.৪৫ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলায় একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে প্রয়োগ অধিদপ্তর (ইডি)।
মাঙ্গালুরু সাব-জোনাল অফিস মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিশেষ পিএমএলএ আদালতে প্রসিকিউশন কমপ্লেন (চার্জশিট) জমা দেয়।
অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন রোশন সালডানা, ড্যাফনি নীতু ডি’সুজা, সুনীল ফেররাও, জি. রবি, ইয়াহভিভি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ডুবোয়া প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড। অভিযোগ, কম সুদে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের জুন ও জুলাই মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নথিভুক্ত একাধিক এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ, ঋণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটির নামে টাকা নেওয়া হয়েছিল।
তদন্তে উঠে এসেছে, সংগৃহীত অর্থ ঋণের ব্যবস্থা করার বদলে ব্যক্তিগত কাজে ও নিজেদের ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়েছে। অপরাধলব্ধ অর্থ আড়াল করতে নতুন তৈরি ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে টাকার একটি অংশ পাচার করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ।
তদন্তের অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট পিএমএলএ-র ১৭ ধারায় মাঙ্গালুরুর পাঁচটি স্থানে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং প্রায় ৯.৫ কোটি টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মাছ ধরার নৌকা ফ্রিজ করা হয়।
এছাড়া, ২০২৫ সালের ৬ নভেম্বর পিএমএলএ-র ৫ ধারায় প্রায় ২.৮৫ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করা হয়েছে। পিএমএলএ-র ৩ ও ৪ ধারায় মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে।

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সার্ভিসেসের আধিকারিকের বিরুদ্ধে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তি মামলা, সিবিআইয়ের পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সার্ভিসেসের (১৯৯৮ ব্যাচ) আধিকারিক অমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তি (ডিএ) মামলার রুজু করেছে। তাঁর পরিচিত আয়ের উৎসের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
অভিযোগের সময়কালে তিনি ফিরোজাবাদের হজরতপুরে অবস্থিত অর্ডন্যান্স ইকুইপমেন্ট ফ্যাক্টরির চিফ জেনারেল ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কানপুরে ট্রুপ কমফোর্টস লিমিটেড ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে কর্মরত বলে জানা গেছে।
সিবিআই সূত্রে খবর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে ৫৫,৫৮,৪৭১ টাকার সম্পত্তি অর্জন করেন, যা তাঁর পরিচিত আয়ের উৎসের তুলনায় ৭৩.২৮ শতাংশ বেশি এবং যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি।
এফআইআর দায়েরের পর উপযুক্ত আদালত থেকে তল্লাশি পরোয়ানা নিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে আগ্রা, লখনউ, বেরেলি ও কানপুরে অভিযুক্তের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি বাসস্থান ও দফতরে তল্লাশি চালানো হয়।
তল্লাশি অভিযানে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি, ব্যাঙ্ক পাসবই, ক্রেডিট কার্ড এবং গাড়ির কাগজপত্র-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগ্রা, লখনউ ও বেরেলিতে অবস্থিত তিনটি আবাসিক সম্পত্তির তথ্যও পাওয়া গেছে। জানা গেছে, আগ্রার ফ্ল্যাটটি ২০২৫ সালে এবং লখনউয়ের ফ্ল্যাটটি ২০২৩ সালে কেনা হয়।
এছাড়া আগ্রা ও লখনউয়ের বাসস্থান থেকে প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকার গয়না এবং ৫ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। বিভিন্ন খরচ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
সিবিআই জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নথি ও আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তের আয়বহির্ভূত সম্পত্তির পূর্ণ পরিমাণ নির্ধারণ এবং এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইসরায়েলে আজও স্মরণে রাজস্থানের বীর সন্তানরা আজমেরে মেজর দলপত সিংকে শ্রদ্ধা মোদির

জয়পুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার আজমেরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, রাজস্থানের বীর সন্তানদের সাহসিকতা আজও ইসরায়েলে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করা হয়।
তিনি বলেন, ‘‘আমি গতকালই ইসরায়েল সফর থেকে ফিরেছি। ইসরায়েলের মানুষ আজও রাজস্থানের সন্তান মেজর দলপত সিংয়ের বীরত্বকে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন। ইসরায়েলি সংসদে মেজর দলপত সিংকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগও আমার হয়েছে।’’
প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ইসরায়েলের হাইফা শহর মুক্ত করার ক্ষেত্রে রাজস্থানের সেনাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। সফরকালে তিনি সেই বীর যোদ্ধাদের অবদানকে সম্মান জানানোর সুযোগ পেয়েছেন বলেও জানান।
সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী আজমেরে পৌঁছে কায়াদ বিশ্রামস্থলে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন। এর আগে তিনি ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সি কিশোরীদের জন্য হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করেন, যার লক্ষ্য নারীদের জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধ। সরকারি প্রকল্পের আওতায় এই টিকা বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
অনুষ্ঠানে বৃহৎ কর্মসংস্থান অভিযানের অংশ হিসেবে ২১,৮০০ জন যুবকের হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কেকরির অঙ্কিতা মীণা (সিএইচসি অফিসার) এবং রূপনগড়ের মুকেশ প্রজাপত (জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)-এর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘দুই বছর আগে রাজস্থান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরই বেশি আসত। এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আজ ২১ হাজার যুবককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছেএটাই বড় পরিবর্তন।’’উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে রাজস্থান নতুন উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। তিনি বলেন, ‘‘কিছুক্ষণ আগেই ১৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি জনসুবিধা বাড়াবে এবং যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।’’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বলেন, উন্নত ভারতের বিকাশ ইঞ্জিন হয়ে ওঠার লক্ষ্যে রাজস্থান এগিয়ে চলেছে। গত দুই বছরে প্রধানমন্ত্রী একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প রাজ্যকে উপহার দিয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি কন্যাদের জরায়ুমুখ ক্যানসার থেকে সুরক্ষা দেওয়াকে জাতি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন।
সভায় বিপুল জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সাধু-সন্তদের জন্য মূল মঞ্চের পাশে পৃথক মঞ্চের ব্যবস্থাও করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সভাস্থলে পৌঁছলে বিজেপি কর্মীরা দলীয় পতাকা ও স্লোগানে তাঁকে স্বাগত জানান।
এই সফরে রাজস্থানের ঐতিহাসিক সামরিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ, বৃহৎ কর্মসংস্থান বণ্টন এবং একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্পের সূচনাসব মিলিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরা হয়।

ফিনো পেমেন্টস ব্যাঙ্কের সিইও গ্রেফতার ইস্যু খতিয়ে দেখবেন সীতারামন

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জিএসটি আইনের আওতায় ফিনো পেমেন্টস ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ঋষি গুপ্তর গ্রেফতারির ঘটনায় বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।
প্রাক্তন ইনফোসিস সিএফও মোহনদাস পাই সোশ্যাল মিডিয়ায় জিএসটির ‘অতিরিক্ত প্রয়োগ’ নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন।
ঋষি গুপ্তকে শুক্রবার কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর (সিজিএসটি) আইন এবং রাজ্য জিএসটি আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার পর ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে সিএফও কেতন মার্চেন্টের হাতে দেওয়া হয়েছে।
সূত্রের খবর, বিষয়টি কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড (সিবিআইসি) খতিয়ে দেখতে পারে এবং অর্থমন্ত্রকও রিপোর্ট তলব করতে পারে। অর্থমন্ত্রী বিষয়টি নজরে নেওয়ার পর প্রশাসনিক স্তরে নড়াচড়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
শনিবার এক বিবৃতিতে কেতন মার্চেন্ট জানান, এই জিএসটি তদন্তটি ব্যাঙ্কের কিছু ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্কিত, যাঁদের অন্য ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গেও লেনদেন রয়েছে। ‘‘প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ব্যাঙ্ক বা আমাদের এমডি ও সিইও ঋষি গুপ্তর কোনও সম্পর্ক নেই,’’ বলেন তিনি।
মোহনদাস পাই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অর্থমন্ত্রীকে ট্যাগ করে লেখেন, ‘‘একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কের সিইও-কে কীভাবে ব্যবসায়িক অংশীদারের ইস্যুতে গ্রেফতার করা যায়? এটি কি ক্ষমতার অপব্যবহার নয়? জিএসটির জন্য অর্থমন্ত্রক বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। নাগরিকদের সুরক্ষার কী ব্যবস্থা আছে? দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন।’’এর জবাবে অর্থমন্ত্রী লেখেন, ‘‘বিষয়টি শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ। খতিয়ে দেখব।’’
মার্চেন্ট আরও জানান, ফিনো পেমেন্টস ব্যাঙ্কে শক্তিশালী কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ও কমপ্লায়েন্স কাঠামো রয়েছে এবং সংস্থা সমস্ত আইন, জিএসটি-সহ, মেনে চলে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা দেশের বিচারব্যবস্থার উপর পূর্ণ আস্থা রাখি এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।’’
গ্রাহক, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য অংশীদারদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের পরিষেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রমে কোনও প্রভাব পড়বে না এবং স্বাভাবিকভাবেই কাজ চলবে।

অসমে ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’ দিয়ে ভোট প্রচার শুরু বিজেপির

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট প্রচার শুরু করল ভারতীয় জনতা পার্টি। শনিবার ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’র সূচনার মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে দল।
প্রতিদিন অন্তত এক লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছনোই এই যাত্রার লক্ষ্য বলে জানিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব।
সোনিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির ঐতিহাসিক গুপ্তেশ্বর মন্দির থেকে যাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই যাত্রার মাধ্যমে উন্নয়ন, সুশাসন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বার্তা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি দলীয় কর্মীদের বুথস্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।
প্রথম দিনেই যাত্রাকে ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।
অসম প্রদেশ বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’ দলের নির্বাচনী কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, মতামত সংগ্রহ এবং বুথস্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।
আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক জেলায় পর্যায়ক্রমে এই যাত্রা চলবে।
বিজেপি সাংসদ প্রদান বরুয়া বলেন, এই যাত্রার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যজুড়ে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন। পাশাপাশি গত এক দশকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী শর্মার নেতৃত্বে গৃহীত উদ্যোগগুলিও তুলে ধরা হবে।
তিনি জানান, যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে দলের শীর্ষ জাতীয় নেতা ও রাজ্য নেতৃত্বের সদস্যরাও অংশ নেবেন। মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
দলীয় সূত্রে দাবি, নির্বাচনের আগে এই ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’ বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে।

“এটা শুধু ট্রেলার” রাজ্যসভার চার প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে প্রতিক্রিয়ার ঝড়

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (তৃণমূল কংগ্রেস) আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। এরপরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর প্রতিক্রিয়া।দলীয় সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে তৃণমূল জানায়, মনোনীত চার প্রার্থী হলেন বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার, মেনাকা গুরুস্বামী এবং কোয়েল মল্লিক। তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে দল জানায়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা দলীয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবেন।তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এই ঘোষণাকে “বড় ছবির এক ঝলক” বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “এটা শুধু ট্রেলারপুরো ছবি এখনও বাকি। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রেলার, আসল ছবি এখনও সামনে আসেনি। আগামী দিনে কী হবে, তা দেখবে বাংলার মানুষ এবং দেশের মানুষ।”অন্যদিকে, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “কাকে প্রার্থী করবে, সেটা সম্পূর্ণ তৃণমূলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তবে রাজীব কুমারের মতো যাঁরা প্রশাসন চালাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহায্য করেছেন এবং সব সংকটে তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবেই।”উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বাবুল সুপ্রিয় বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র মন্ত্রিসভার সদস্য। রাজীব কুমার রাজ্যের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) এবং কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার। মেনকা গুরুস্বামী সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী এবং কোয়েল মল্লিক বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের ৩৭টি রাজ্যসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১৬ মার্চ।২৯৪ সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূলের কার্যকর শক্তি ২১৮ জন বিধায়ক। বিরোধী শিবিরের একাধিক বিধায়কের সমর্থন পাওয়ায় শাসকদল চারটি আসনেই জয় নিশ্চিত করতে যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, ২০২১ সালে ৭৭ আসন পাওয়া বিজেপির সংখ্যা বর্তমানে কমে প্রায় ৬৫-এ দাঁড়িয়েছে, দলত্যাগ, পদত্যাগ, মৃত্যু ও উপনির্বাচনে পরাজয়ের জেরে।

গুজরাটে সানন্দে রোডশো প্রধানমন্ত্রীর, উদ্বোধন সেমিকন্ডাক্টর কারখানার

সানন্দ, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): গুজরাট সফরে এসে শনিবার সানন্দে জনসমক্ষে রোডশো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একটি বৃহৎ শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধনের আগে এই রোডশোকে ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়।
বিকেল প্রায় ৩টা ৪০ মিনিটে আমদাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী সোজা সানন্দ জিআইডিসি এলাকায় যান। নির্ধারিত রুটের দু’ধারে বহু মানুষ ভিড় জমিয়ে তাঁকে একঝলক দেখার জন্য অপেক্ষা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।
রোডশোর সময় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।
রোডশোর পর প্রধানমন্ত্রী সানন্দে একটি বড় সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মাইক্রন সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর তৈরি এই কারখানাটি দেশের প্রযুক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং, মার্কিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ইউনিটটি মোট ২২,৫১৬ কোটি টাকার বিনিয়োগে গড়ে উঠেছে। এটি দেশের সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই কারখানায় উন্নত সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফারকে ডায়নামিক র‍্যান্ডম-অ্যাকসেস মেমোরি, ন্যান্ড ফ্ল্যাশ এবং সলিড-স্টেট ড্রাইভ-এর মতো সমাপ্ত মেমোরি ও স্টোরেজ পণ্যে রূপান্তর করা হবে। ডেটা সেন্টার, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং সংস্থার শীর্ষ কর্তারা। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গিয়েছে।
প্রকল্পটি ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশনের অধীনে অনুমোদিত প্রথম প্রকল্প। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।
পূর্ণমাত্রায় চালু হলে এই কারখানায় প্রায় ৫ লক্ষ বর্গফুট ‘ক্লিনরুম’ স্পেস থাকবে, যা বিশ্বের বৃহত্তমগুলির মধ্যে অন্যতম হবে। বর্তমানে প্রায় ২,০০০ কর্মী এখানে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়লে সরাসরি কর্মসংস্থান ৫,০০০-এ পৌঁছতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন সামাজিক স্তরের দক্ষ কর্মীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

‘ও যা বলুক, তাতে কী আসে যায়? গণতন্ত্রে কথা বলার স্বাধীনতা আছে’ কেজরিওয়ালকে কড়া আক্রমণ রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় আদালতে খালাস পাওয়ার পর আপ জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর মন্তব্যকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।
শনিবার তিনি বলেন, ‘‘ও যা বলুক, তাতে কী আসে যায়? গণতন্ত্রে তার কথা বলার স্বাধীনতা আছে।’’
হিমাচল প্রদেশের কাংড়া বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রিজিজু বলেন, ‘‘অরবিন্দ কেজরিওয়াল বহু বছর ধরেই এ ধরনের মন্তব্য করে আসছেন। ওগুলোর কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তিনি হালকাভাবে নানা কথা বলেন। তাঁর দাবির মধ্যে কোনও সত্যতা নেই। সংবাদমাধ্যমে থাকতে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু এটা গণতন্ত্র, তাঁর কথা বলার অধিকার আছে।’’
উল্লেখ্য, দিল্লির একটি আদালত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া-সহ ২২ জনকে আবগারি নীতি মামলায় অব্যাহতি দিয়েছে।
আদালতের রায় প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, ‘‘এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোনও আদালতের নির্দেশে যদি ত্রুটি থাকে, তা হলে উচ্চতর আদালত বা বৃহত্তর বেঞ্চে যাওয়া যায়। তথ্য যথাযথভাবে বিবেচিত না হলে আপিল করা সম্ভব। পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধন করে সঠিক রায় দেওয়া হয়।’’
শুক্রবার আদালতের নির্দেশের পর আবেগঘন কেজরিওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, এই রায় প্রমাণ করে তিনি, সিসোদিয়া এবং আম আদমি পার্টি ‘কট্টর ইমানদার’। তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মিলে স্বাধীন ভারতের ‘‘সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’’ করেছিলেন। তাঁর দাবি, আপ-কে শেষ করে দিতে দলের পাঁচ শীর্ষ নেতাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল এবং প্রথমবার কোনও কর্মরত মুখ্যমন্ত্রীকে বাড়ি থেকে ‘টেনে বের করে’ জেলে পাঠানো হয়।
পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, দিল্লিতে আপ-কে হারাতে না পেরে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ‘‘আমি এক পয়সাও বেআইনি উপার্জন করিনি। আমি ওদের মতো নই।’’
এছাড়া তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘‘মোদীজি সাহস থাকলে দিল্লিতে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করুন। বিজেপি ১০টির বেশি আসন পেলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।’’

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে ব্রেকথ্রু সাইন্স সোসাইটির পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে ব্রেকথ্রু সাইন্স সোসাইটি-এর ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় বিজ্ঞানী ও মনীষীদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোসাইটির কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করা এবং সকলের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে তারা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন।

বক্তারা আরও জানান, এই প্রচার ও সচেতনতা কার্যক্রম স্কুল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নতুন প্রজন্মকে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

ফরম ৪, রুল ৮

জাগরণ প্রকাশনা সংক্রান্ত ঘোষণা

প্রকাশনার স্থান	ঃ	লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড আগরতলা, ত্রিপুরা।
প্রকাশনার সময়	ঃ	প্রভাতি দৈনিক।
প্রকাশকের নাম	ঃ	সন্দীপ বিশ্বাস জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।
নাগরিকত্ব	ঃ	ভারতীয়।
সম্পাদকের নাম	ঃ	সন্দীপ বিশ্বাস জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।
মুদ্রকের নাম	ঃ	সন্দীপ বিশ্বাস জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।
সত্বাধিকারীর নাম	ঃ	সন্দীপ বিশ্বাস জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

আমি সন্দীপ বিশ্বাস এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, আগরতলা
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

স্বাঃ সন্দীপ বিশ্বাস

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

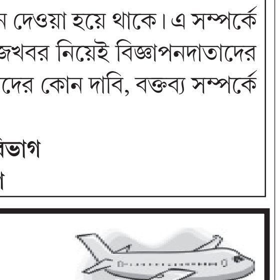

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তরে বিস্তার, জম্মু-কাশ্মীরে নীরব কৌশল: এজিইউএইচের গোপন পুনরুত্থান নিয়ে সতর্ক গোয়েন্দারা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ সংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ)-এর পুনরুজ্জীবন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, সংগঠনটি জম্মু-কাশ্মীরে নিচু প্রোফাইল বজায় রেখে উত্তর ভারতে নেটওয়ার্ক বিস্তারে জোর দিচ্ছে।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে জাকির রশিদ ভাট ওরফে জাকির মুসা জম্মু-কাশ্মীরে এই সংগঠনটি গঠন করেন। আল-কায়েদার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি হিজবুল মুজাহিদিন-এর সদস্য ছিলেন। তবে পরবর্তীতে সংগঠন ছেড়ে এজিইউএইচ গঠন করেন। ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের ত্রাল-এ এক এনকাউন্টারে তাঁর মৃত্যু হয়। মুসার মৃত্যুর পর সংগঠনটি দীর্ঘ সময় নীরব ছিল। তবে ২০২২ সালে তারা নতুন কৌশলে ফের সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরাসরি জম্মু-কাশ্মীরে হামলা না চালিয়ে, ভারতের অন্য অংশে কার্যকলাপ পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পর্বে তারা জইশ-ই-মোহাম্মদ-কে সমর্থন জোগাতে শুরু করে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।

এই কৌশলের অংশ হিসেবেই ফরিদাবাদে একটি মডিউল গড়ে তোলা হয়, যেখানে একাধিক সদস্য এজিইউএইচ ও জইশ-ই-মহম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো উমর নবী এই মতাদর্শে প্রভাবিত ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তাকে পরিচালনা করছিল মুফতি ইরফান নামে এক ব্যক্তি, যিনি এজিইউএইচ ও জইশ-ই-মহম্মদউভয়ের সঙ্গেই যুক্ত বলে অভিযোগ।

এক গোয়েন্দা আধিকারিক জানান, ফরিদাবাদ মডিউলের মাধ্যমে দিল্লি ও পার্শবর্তী এলাকায় ধারাবাহিক হামলার পরিকল্পনা ছিল সংগঠনটির প্রত্যাবর্তনের বার্তা দেওয়ার কৌশল। বর্তমানে উত্তর ভারতে একাধিক 'হোমগ্রাউন' মডিউল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে আশঙ্কা। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) এই প্রক্রিয়ায় এজিইউএইচ-কে ভরসা করছে বলেও দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে, কার্যকলাপ সরাসরি পাকিস্তান থেকে পরিচালিত হচ্ছে না। জম্মু-কাশ্মীর ও নেপালে একটি আলাদা অপারেশনাল টিম গড়ে তোলা হয়েছে, যারা উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেও এজিইউএইচের পুনরুত্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গোয়েন্দাদের মতে, বড় আকারের অপারেশনের জন্য অর্থের উৎস খুঁজে বের করা এখন অগ্রাধিকার। সন্দেহ করা হচ্ছে, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ জোগাড় করা হতে পারে। কর্তারা মনে করছেন, ভবিষ্যতে সংগঠনটি জম্মু-কাশ্মীরেও বড়সড় তৎপরতা চালানোর চেষ্টা করতে পারে। তবে আপাতত সেখানে সক্রিয় হলে নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজরদারিতে পড়তে হবে। তাই উত্তর ভারতে ফরিদাবাদ-ধাঁচের মডিউল বিস্তারই তাদের মূল লক্ষ্যএমনটাই মনে করছে গোয়েন্দা মহল।

গবেষণা ও উদ্ভাবনের চেতনাকেই উদ্‌যাপন করছি: জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বলেন, "আজ আমরা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সেই চেতনাকে উদ্‌যাপন করছি, যা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়।"

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমরা গবেষণা, উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার চেতনাকে উদ্‌যাপন করছি। এই দিনটি স্যার সি. ভি. রমন-এর রামন প্রভাবের যুগান্তকারী আবিষ্কারের স্মরণে পালিত হয়। এই আবিষ্কার ভারতীয় গবেষণাকে বিশ্ব মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা আমাদের যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করা, গবেষণা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় উন্নয়ন ও বিশ্বকল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।"

এদিন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর-ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমাদের বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের অভিনন্দন, যাঁদের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত করে চলেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি থেকে স্বাস্থ্য, কৃষি ও নবায়নযোগ্য শক্তিসব ক্ষেত্রেই তাঁদের সাফল্য ভারতের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করছে, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে, জাতীয় নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত করছে।"

এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের শুভেচ্ছা জানান। এক্সে তিনি লেখেন, "জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে সকল বিজ্ঞানী ও গবেষকদের শুভেচ্ছা। আপনাদের অনুসন্ধিৎসা আমাদের পথ আলোকিত করে এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সমাধান তৈরি করে। এই দিন আমাদের উদ্ভাবন ও নির্মাণের সংকল্পকে নবায়িত করুক।"উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে রামন প্রভাব আবিষ্কারের স্মরণে প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়। আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে এই ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ১৯৩০ সালে সি. ভি. রামন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী প্রথম এশীয় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেন।এ বছর জাতীয় পর্যায়ের উদ্‌যাপন রাজধানীর বিজ্ঞান ভবন-এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে। প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে।

ত্রিপুরেশ্বরী মাইক্রোফিন্যান্সের আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগ, পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরেশ্বরী মাইক্রোফিন্যান্সের কয়েকজন আধিকারিকের উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সংস্থার আধিকারিকরা পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত পরশুদিন চন্দ্রপুর এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে সংস্থার আধিকারিকদের উপর অভিজিৎ বণিক ও সৃঞ্জয় সাহা নামে দুই ব্যক্তি সহ কয়েকজন হামলা চালায়। এতে তারা আহত হন বলে দাবি করা হয়েছে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপ চেয়ে পূর্ব থানায় দ্বারস্থ হন ত্রিপুরেশ্বরী মাইক্রোফিন্যান্সের আধিকারিকরা।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জ্যাকসন গেটে বেআইনি দখল

● প্রথম পাতার পর

মেয়র আরও জানান, শহরের শৃঙ্খলা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান বছরব্যাপী চলবে। ভেন্ডারদের উদ্দেশ্যে তিনি সতর্ক করে বলেন, রাত ১১টার পর রাস্তার ওপর কোনও দোকান রাখা হলে তা সরিয়ে নেওয়া হবে।

তবে পুর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে তারা নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন।

বিশালগড়ে অজ্ঞাতপরিচয় অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার, জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

বিশালগড়, ২৮ ফেব্রুয়ারি: বিশালগড় এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল-এ রেফার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর হাতের উপর 'রতন রায়' নামটি লেখা রয়েছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

কীভাবে ওই ব্যক্তি বিশালগড় এলাকায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

সীমান্তে যৌথ অভিযানে ছয়টি গবাদি পশু সহ এক ব্যক্তি আটক

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী: গোপন খবরের ভিত্তিতে খোয়াই থানার পুলিশ, টিএসআর এবং বিএসএফের যৌথ বাহিনী সীমান্ত সংলগ্ন বড় বাঘাই এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়েছে। ওই অভিযানে ছয়টি গবাদি পশু সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

শনিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ যৌথ পেট্রোলিং চলাকালীন গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে পাচারের উদ্দেশ্যে ছয়টি গবাদি পশু বেঁধে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে। অভিযান চলাকালীন কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি পালিয়ে যায়। আটক সুমন সূত্রধরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি গবাদি পশু গুলির কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

পুলিশ এ ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় সম্ভাব্য পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে চুরি, অফিসকক্ষের তালা ভেঙে নথি ও নগদ অর্থ উধাও

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: গতকাল রাতে হাঁপানিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সকালে বিদ্যালয় খোলার পর প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অফিস কক্ষের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় ছিল। পরে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা এসে দেখেন, অফিসের আলমারিসহ একাধিক আলমারি ভাঙা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং নগদ অর্থ চুরি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

ঘটনার খবর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় জানানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং আশপাশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে। দুর্বৃত্তরা তালা ভাঙার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরাগুলিও নষ্ট করে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

জেএনইউ-সহ দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর পুলিশি অভিযানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এসএফআই-র

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়-সহ দিল্লির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশি অভিযানের অভিযোগ এবং গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই) এবং টিএসইউ-এর উদ্যোগে আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশি হস্তক্ষেপ অগ্রহণযোগ্য। আগরতলা শহরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। অংশগ্রহণকারীরা অভিযুক্ত ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং এ ধরনের পদক্ষেপ বন্ধের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আন্দোলন করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশি হস্তক্ষেপ ঘটিয়েছে এবং ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের পদত্যাগের দাবি তোলেন।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে প্রকাশপর্না প্রকাশনীর উদ্যোগে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বিজ্ঞানচর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এদিন আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'বিজ্ঞানের আশীর্বাদ', 'বিজ্ঞানের অভিশাপ' এবং 'যেমন খুশি তেমন আঁকো'। প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিজ্ঞান দিবসকে কেন্দ্র করে আগামী সময়ে কুইজ প্রতিযোগিতা সহ একাধিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা এবং নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

শহরে ছিনতাইকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

চাঞ্চল্যকর মামলায় সাফল্য পাওয়ায় পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের মতে, এই পদক্ষেপ ভিআইপি রোড এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিরাপদ আছেন

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনে ভারত সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থাও করা হবে।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বিস্ফোরণের খবর নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ফাথালি বলেন, ইরান আঞ্চলিক দেশগুলিকে সংঘাতে টানতে চায় না। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি ইরানের ভূখণ্ডে হামলা অব্যাহত থাকে, তাহলে অঞ্চলে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে বৈধ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে।

ইরান স্পষ্ট করেছে, তাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ সম্প্রসারণ নয়, বরং আগ্রাসন প্রতিরোধ ও প্রতিরোধক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হলে তার দায় হামলা শুরুকারী পক্ষগুলির ওপরই বর্তাবে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রদূত।

তৃণমূল কংগ্রেস-

● প্রথম পাতার পর

সেই পথেই হেঁটেছে। আসলে বাংলায় কমিউনিস্টের ফটোকপি তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁরা বাংলার মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

ভাগ্নের হাতে মামা খুন

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোর রাতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগ, ঘটনার পর অভিযুক্ত প্রথমে বিষয়টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালায়। পরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় সে। বর্তমানে অভিযুক্ত পলাতক। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ইতিমধ্যেই একটি মামলা রুজু করে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

এলাকায় শোক ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে। এক রাতের নেশা ও মুহূর্তের উন্মত্ততা যে একটি পরিবারকে চিরদিনের জন্য ভেঙে দিতে পারে, চিনিবাগানের এই ঘটনাই তার নির্মম প্রমাণ বলে মত স্থানীয়দের।

অন্ধ্রপ্রদেশের আতশবাজির

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য তদারকি করছেন। আগুন লাগার সময় কারখানার সমস্ত শ্রমিক ভেতরে আটকে পড়েছিলেন। কয়েকজনের দেহ বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বিজিয়ানগরম জেলায় সফরে রয়েছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভি. অনীথা-কে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিস্ফোরণের কারণ ও উদ্ধারকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ-ও ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেন। এখনও কারখানা এলাকা থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য কাকিনাডায় স্থানান্তর করা হচ্ছে।

নারীদের স্বাস্থ্য

● প্রথম পাতার পর

জয়পুর—বান্দিকুইকে সংযুক্তকারী চার লেনের গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করা হয়, যা দিল্লিমুখী যাতায়াতকে আরও দ্রুত ও সহজ করবে। পাশাপাশি অমৃতসর—জামনগর অর্থনৈতিক করিডরের (প্যাকেজ ৭) অধীনে ছয় লেনের নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকারযুক্ত হাইওয়ে অংশেরও উদ্বোধন করা হয়, যা আঞ্চলিক সংযোগ জোরদার করার পাশাপাশি পণ্য পরিবহণে গতি আনবে। এছাড়া জোধপুর শহরে যানজট কমাতে চার লেনের এলিভেটেড রোড প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন তিনি, যা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি স্বস্তি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া 'প্রতিটি ঘরে জল' প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে নোনেরা ও পর্বন-আকাওয়াদ পানীয় জল প্রকল্পের অধীনে নয়টি প্যাকেজের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজস্থানের রিনিউয়েবল এনার্জি জোন থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উদ্বোধনও করেন তিনি। পাশাপাশি নতুন ২২০ কেভি ও ৪০০ কেভি গ্রিড সাবস্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

রোজগার উৎসব উদ্যোগের আওতায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে নির্বাচিত ২১,৮০০-রও বেশি প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাস্থ্য সংস্কার, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে একত্রে সামনে রেখে এই সফর রাজস্থানের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফুলচাষে এগিয়ে

● প্রথম পাতার পর

তার বেশি লাভ পাচ্ছেন। স্থানীয় বাজারে ফুলের চাহিদা সর্বদা ভালো এবং কৃষকরা নিজেরা উৎপাদিত ফুল বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে স্থানীয় ফুলের চাষের এলাকা গাঁদা ফুল, গ্ল্যাডিওলাস ও গোলাপে ৬০ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট স্থানীয় ফুলের চাষের এলাকা সাত বছরে ৩৩২ু বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ-প্রযুক্তির ফুলচাষের এলাকা ১২৪ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ফুল উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে বাধারঘাট গার্ডেনে ৪০০ বর্গমিটার আর্কেডিয়াম এবং ৪০০ বর্গমিটার হার্ডেনিং সেন্টার নির্মাণ, খালি জমিতে উচ্চমানের ফুল চাষের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

মন্ত্রী জানান কেন্দ্রীয় ফ্লোরিকালচার এবং ল্যান্ডস্কেপিং কেন্দ্র টি নির্মাণে মোট ৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা পিডব্লিউডি সাহায্যে করেছে। তিনি বলেন লেম্বুছড়া তে প্রায় ৬৫ কানি জমিতে ফুলচাষে উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, যা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ। এখানে অর্কিড, অ্যানথুরিয়াম, গার্বেরা, গোলাপ, ক্রিসানথিমাম এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাতা সমৃদ্ধ উদ্ভিদ চাষ করা হবে। এই প্রকল্পটি ফুলপ্রেমীদের জন্য। এখানে চাহিদা অনুযায়ী সুলভ মূল্যে উচ্চমানের ফুলের চারা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাও থাকবে। আশা করি, অচিরেই এই কেন্দ্র ত্রিপুরার ফুল উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গে চূড়ান্ত

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাব্য পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও সিইও স্বীকার করেছেন, এত বৃহৎ প্রক্রিয়ায় কিছু ভুলত্রুটি হয়েছিল। তবে এত বড় কর্মযজ্ঞে এই ভুলগুলি সামান্য। যেখানে ভুল ধরা পড়েছে, সেখানে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিয়েছে, বলেন আগরওয়াল।

তিনি আরও জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও বিচারাধীন নথির যাচাই প্রক্রিয়া চলবে। বর্তমানে মোট ৫০১ জন বিচারিক আধিকারিক এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে একটি সম্পূরক তালিকা প্রকাশ করা হবে।

শনিবার প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তিনটি বিভাগ রাখা হয়েছে, 'অনুমোদিত', 'বিচারাধীন' এবং 'বাদ'।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫-এ প্রকাশিত খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭,০৮,১৬,৬৩০।

সূত্রের খবর, জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছে বুথভিত্তিক চূড়ান্ত তালিকার দুটি কপি পাঠানো শুরু করেছে ইসিআই। একটি কপি বিএলও-দের কাছে থাকবে এবং অন্য কপিটি স্থানীয় বুথে প্রদর্শিত হবে।

রাজ্যের আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে তালিকার 'সফট কপি' সরবরাহ করবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) হাতে 'হার্ড কপি' তুলে দেবে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ইসিআই-এর সরকারি ওয়েবসাইট, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইট এবং ইসিআই নেট অ্যাপে উপলব্ধ থাকবে। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা অ্যাপে নাম ও ইপিক নম্বর (ভোটার আইডি নম্বর) প্রদান করে ভোটাররা তাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছে কি না তা যাচাই করতে পারবেন।

এছাড়া, জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিইও) ওয়েবসাইট থেকেও এই তালিকা দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন মনোজ কুমার আগরওয়াল।

অঙ্গন

রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীর কর্নাটকের হুবলিতে নয়া ইতিহাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্ণাটকের ঘরের মাঠে তাদের হারিয়েই রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে নতুন রূপকথা লিখল জম্মু-কাশ্মীর। হুবলির কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এলিট গ্রুপের মেগা ফাইনালে কর্ণাটককে প্রথম ইনিংসের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিল জম্মু-কাশ্মীর। ম্যাচটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের বিশাল লিড তাদের হাতে তুলে দেয় বহুকাঙ্ক্ষিত ট্রফি। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সাহসী সিদ্ধান্ত নেয় জম্মু-কাশ্মীর। শুভম সিং পুন্ডিরের দুর্দান্ত শতরানের (১২১) ওপর ভর করে প্রথম ইনিংসে তারা ৫৮৪ রানের পাহাড় গড়ে। কর্ণাটকের হয়ে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৯৮ রানে ৫ উইকেট নিলেও রানের গতি রুখতে পারেননি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্ণাটক শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল একাই লড়াই চালিয়ে ১৬০ রান করেন, কিন্তু অন্য ব্যাটাররা জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবীর সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন। আকিব মাত্র ৫৪ রানে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে কর্ণাটকের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। ফলে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ২৯৩ রানে।

২৯১ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরু করে জম্মু-কাশ্মীর। সেখানেও দাপট বজায় রাখেন তাদের ব্যাটাররা। কামরান ইকবাল (১৬০*) এবং সাহিল লোত্রার (১০১*) অপরাজিত জোড়া শতরানে ভর করে জম্মু-কাশ্মীর ৪ উইকেটে ৩৪২ রান তুললে ম্যাচটি ড্র ঘোষিত হয়। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় জয়ী ঘোষণা করা হয় জম্মু-কাশ্মীরকে।

জম্মু-কাশ্মীরের এই অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যে থাকা দুই নায়ক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন:

ম্যাচ সেরা, প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ - শুভম সিং পুন্ডির (প্রথম ইনিংসে ১২১ রানের ইনিংসের জন্য)। সিরিজ সেরা অর্থাৎ প্লেয়ার অব দ্যা সিরিজ হিসেবে আকিব নবী পুরস্কৃত হয়েছেন।

এক নজরে স্কোর কার্ড:

জম্মু-কাশ্মীর প্রথম ইনিংস ৫৮৪/১০ পুন্ডির (১২১), প্রসিদ্ধ (৫/৯৮)

কর্ণাটক প্রথম ইনিংস ২৯৩/১০ মায়াঙ্ক (১৬০), আকিব নবী (৫/৫৪)

জম্মু-কাশ্মীর দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪২/৪ কামরান (১৬০*), সাহিল লোত্রা (১০১*)

দুধের শিশুদেরও অলআউট করতে পারেননি বুমরাহ-বরুণেরা! ব্যাটিং-উদ্বেগ কাটিয়ে রবি ইডেনে ভারতের চিন্তা 'বিশ্বসেরা' বোলিং

গত বছর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর নভজ্যোৎ সিংহ সিধুকে বলেছিলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ এই বিশ্বাসের কথা আগেও বলেছেন। ক্রিকেটের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ রয়েছে, তাঁরাও অনেকে এ কথা মানেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের অভিযান কি তবে রবিবার ইডেনেই শেষ হয়ে যাবে? প্রশ্ন উঠছে, কারণ, দলকে উদ্বেগে রেখেছেন বোলারেরা। শেষ তিনটি ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে বিপক্ষ দলগুলি ২০০-র কাছাকাছি রান করেছে। এর মধ্যে নেদারল্যান্ডস এবং জিম্বাবোয়ের মতো দু'টি দেশও রয়েছে।

ভারতের বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়ে ২০ ওভারে ১৮৪ রান করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ১৮৭ রান। তার আগে নেদারল্যান্ডসও করেছে ১৭৬ রান। শেষ তিন ম্যাচে ৬০ ওভারে ভারতীয় বোলারেরা খরচ করেছেন ৫৪৭ রান। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৯.১১ রান। এই ৬০ ওভারে উইকেট এসেছে ২০টি। অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশ উইকেট নিতে পেরেছেন ভারতীয় বোলারেরা। প্রতিটি উইকেটের জন্য ভারত খরচ করেছে ২৭.৩৫ রান। বোলারদের এই পারফরম্যান্স চ্যাম্পিয়ন দল-সুলভ নয়।

জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিংহ, বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর পটেল, হার্দিক পাণ্ড্যেরা কি পারছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যাচ জেতাতে? এঁদের মধ্যে বরুণ আইসিসি-র বিচারে এখন বিশ্বসেরা! বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের একপেশে জয়ের পর বোলিং নিয়ে আক্ষেপ শোনা গিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের মুখে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বলেছেন, "আমাদের বোলারদের আরও নিয়ন্ত্রিত বল করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মাথা কাজে লাগাতে হবে।" সূর্য জানাতে ভোলেননি, বোলারদের পারফরম্যান্স কখনও কখনও তাঁর বিরক্তির কারণও হয়েছে। জিম্বাবোয়ে শেষ ১০ ওভারে ১১৮ রান তোলায় খুশি নন তিনি।

না-হওয়ারই কথা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের লক্ষ্য শুধু ম্যাচ জেতা ছিল না। আসল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বকাপে টিকে থাকা। আগামী রবিবার একই লক্ষ্য নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন গত বারের চ্যাম্পিয়নেরা। ইডেন গার্ডেন্সে জিতলে ট্রফির লড়াইয়ের আরও কাছাকাছি পৌঁছোনো যাবে। না হলে, কলকাতা থেকেই বাড়ি ফেরার বিমান ধরতে হবে গম্ভীরদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই দলে রয়েছেন ব্র্যান্ডন কিং, শাই হোপ, শিমরন হেটমায়ার, রভম্যান পাওয়েল, রোস্টন চেজ, শারফেন রাদারফোর্ড, জেসন হোল্ডারেরা। যাঁরা সারা বছর বিভিন্ন দেশ ঘুরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলেন। যে দিন যাঁর ব্যাটে-বলে হয়, সে দিন তিনি ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। বিশ্বকাপে ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইন আপ নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগে অধিনায়ক। কোচ গম্ভীরও।

বুমরাহ, অর্শদীপ, বরুণ, অক্ষর, হার্দিকদের নিয়ে তৈরি বোলিং আক্রমণ হেলাফেলা করার মতো নয়। প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদবের মতো বোলারের। বুমরাহ এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অন্যতম সেরা জোরে বোলার অর্শদীপ। ভারতের সফলতমও। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্পিনার বরুণ। হার্দিক, অক্ষর বল হাতে যে কোনও সময় প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে দিতে পারেন। এমন বোলিং আক্রমণ নিয়েও উদ্বেগে সূর্য।

বোলার শিবম দুবের কথা যত কম বলা যায় তত ভাল। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধেও ২ ওভারে ৪৬ রান দিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে, মূলত ওয়াইড বল করছেন। দু'-একটা বল সঠিক লাইনে পড়ে যাচ্ছে! কিন্তু বাকিরা? মার খেয়েছেন সকলে। ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। নিজেদের চার ওভারই ব্যাটারদের চাপে রাখতে পারছেন না কেউ। সকলে একসঙ্গে ভাল বল করতে পারছেন না। বুমরাহ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৫টি ম্যাচ খেলে ৭টি উইকেট নিয়েছেন। অর্শদীপের ৫ ম্যাচে ৮ উইকেট। অক্ষরের ৪ ম্যাচে ৭ উইকেট। হার্দিকের ৬ ম্যাচে ৫ উইকেট। সফলতম বরুণের ৬ ম্যাচে ১১ উইকেট।

অর্শদীপের কথায় অন্তত মনে হয়নি। জিম্বাবোয়ে ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, "আমাদের ব্যাটারেরা ব্যাটিং উপভোগ করছে। ভাল রান করছে। ওরা রান করায় আমরা খুব খুশি। বোর্ডে ভাল রান থাকলে বল করা সহজ হয়। গত দু'বছর ধরে আমরা এ ভাবেই খেলার চেষ্টা করছি। প্রচুর রান তুলে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছি।" ভারতের সফলতম টি-টোয়েন্টি বোলার হয়তো চাইছেন, ব্যাটারেরা বড় রান তুলে চাপে ফেলুন প্রতিপক্ষকে। প্রতিপক্ষের ক্ষমতার বেশি রান তুললে চিন্তা কী! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতে ভারতীয় শিবিরের চিন্তা ছিল ব্যাটিং। অভিষেক শর্মা শূন্যের হ্যাটট্রিক করেছেন। বাকি ব্যাটারেরাও ধারাবাহিক ছিলেন না। কোনও ম্যাচে ঈশান কিশন, কোনও ম্যাচে সূর্য বা হার্দিক বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সেই উদ্বেগ কেটেছে। সকলে কম-বেশি রান করছেন। নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বোলিং নিয়ে।

ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনে প্রেসক্লাবের সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শনিবার নড়সিংগড়স্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে ত্রিপুরা পুলিশ ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রীতি এই ক্রিকেট ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য পুলিশের মহান নির্দেশক আইপিএস অনুরাগ, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, যুগ্ম-সম্পাদক অভিষেক দে সহ অধিকারিকরা। টস জিতে ত্রিপুরা পুলিশ ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা প্রেস ক্লাব নির্ধারিত ১৬ অভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ অপরাজিত ১৬ রান করে প্রনব শীল। বোলিং-এ ত্রিপুরা পুলিশের হয়ে অভিজিৎ দেববর্মা ৩ টি উইকেট এবং আর.পি সিং ২ টি উইকেট তুলে নেয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবের দেওয়া ৬৩ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ত্রিপুরা পুলিশ ১০ ওভার ৪ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ফলে প্রীতি এই ক্রিকেট ম্যাচে ৬ উইকেটে জয় লাভ করে ত্রিপুরা পুলিশ। ব্যাটিং-এ ত্রিপুরা পুলিশ এর হয়ে অপরাজিত ২৬ রান করে আর.পি সিং। বোলিংয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের হয়ে জাকির হোসেন ২টি উইকেট তুলে নেওয়ার পাশাপাশি অভিষেক দে ও দিব্যেন্দু দে ১ টি করে উইকেট তুলে নেয়। এদিনের ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয় ব্যাটিং-এ অপরাজিত ২৬ রান ও বোলিং-এ ২ টি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ এর অভিজিৎ দেববর্মা। ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার এর পুরস্কার নিজের করে নেয় ত্রিপুরা পুলিশ এর ক্রিকেটার অভিজিৎ দেববর্মা। ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের পুরস্কার পান ত্রিপুরা পুলিশ এর আর.পি.সিং, ব্যাটিং এ আর.পি সিং ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন।ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক, আগরতলা প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে সহ প্রমুখ।আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম:

অভিষেক দে (অধিনায়ক), সুমন ঘোষ (সহ- অধিনায়ক), মেঘধন দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মিল্টন ধর, প্রসেনজিৎ সাহা, বাপন দাস, সিশান চক্রবর্তী, প্রণব শীল, দিব্যেন্দু দে, জাকির হোসেন, অভিষেক দেববর্মা, সুজিত আচার্য্য, অঞ্জন দেব, রাজেশ ঘোষ (ম্যানেজার)।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রেলওয়েজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন দিল্লি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিনিয়র মহিলা ওয়ানডে ট্রফির মেগা ফাইনালে রেলওয়েজকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতল দিল্লি। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেও দিল্লির ধারালো বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে রেলওয়েজের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১৩৩ রানে তাদের ইনিংস গুটিয়ে দিয়ে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দিল্লির কন্যারা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে রেলওয়েজ। দিল্লির বোলারদের নিয়ন্ত্রিত স্পেলে তারা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। দলের হয়ে একমাত্র ডি হেমলতা একাই লড়াই চালিয়ে ৬৪ রান করেন। কিন্তু বাকি ব্যাটাররা ক্রিজে টিকতে পারেননি। দিল্লির হয়ে পারুনিকা সিসোদিয়া মাত্র ২৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে রেলওয়েজের মিডল অর্ডার ধসিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ৪৪.২ ওভারে মাত্র ১৩৩ রানে অল-আউট হয় রেলওয়েজ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লির দুই ওপেনার প্রিয়া পুনিয়া এবং প্রজ্ঞা রাওয়াত জয়ের ভিত গড়ে দেন। প্রজ্ঞা ৪৬ রান করে আউট হলেও, প্রিয়া পুনিয়া মাঠের চারদিকে স্ট্রোকের ফুলঝুরি ছোটান। ৯০ বলে ৭৬ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ১৪টি দৃষ্টিনন্দন বাউন্ডারি। রেলওয়েজের লেগ স্পিনার পুনম যাদব ৬ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেও দিল্লির জয় আটকাতে পারেননি। মাত্র ২৮.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দিল্লি।

সেরার মঞ্চে দিল্লি

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দিল্লির ক্রিকেটারদেরই জয়জয়কার দেখা যায়: প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ নাজমা (দিল্লি)। এবং প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ

সিরিজ সেরা প্রিয়া পুনিয়া (দিল্লি), পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতার জন্য।

ফাইনালের স্কোরবোর্ড এক নজরে: রেলওয়েজ - ১৩৩/১০ (৪৪.২ ওভার) ডি হেমলতা (৬৪), পারুনিকা সিসোদিয়া (৩/২৫)

দিল্লি - ১৩৪/৩ (২৮.৩ ওভার) প্রিয়া পুনিয়া (৭৬), প্রজ্ঞা রাওয়াত (৪৬)

সরকারি জমি অপব্যবহারে অভিযুক্ত ধোনি নোটিস দিয়ে ব্যাখ্যা তলব হাউজিং বোর্ডের

মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে আইনি নোটিস ঝাড়খণ্ড সরকারের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাঁচিতে বাড়ি তৈরির করার জন্য সরকারের দেওয়া জমি অপব্যবহার করেছেন। ধোনিকে নোটিস পাঠিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাউজিং বোর্ড।

ধোনিকে নোটিস পাঠানোর কথা ঝাড়খণ্ড হাউজিং বোর্ডের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। চেয়ারম্যান সঞ্জয় লাল পাসোয়ান জানিয়েছেন, রাঁচিতে ধোনিকে জমি দেওয়া হয়েছিল বাড়ি তৈরির জন্য। বসতি এলাকায় ওই জমি দেওয়া হয়েছিল শর্তসাপেক্ষে। বলা ছিল, ওই জমিতে শুধু বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করা যাবে। ব্যবসায়িক বা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু শর্ত ভেঙে ধোনি সেই জমিটি ব্যবসায়িক কাজেই ব্যবহার করছেন। একই কারণে আরও অনেককে নোটিস দেওয়া হয়েছে। পাসোয়ান জানিয়েছেন, সম্প্রতি হাউজিং বোর্ডের তদন্তে জমি অপব্যবহারের বিষয়টি ধরা পড়েছে। যাঁদের নোটিস দেওয়া হয়েছে, তাঁদের উত্তর যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত না হলে জমির মালিকানা বাতিল করা হতে পারে। হার্মু রোডের ওই জমিতে তৈরি বাড়িতে এখন থাকেন না ধোনি। তিনি থাকেন রিং রোডের নতুন বাড়িতে। ওই জমিতে চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। সরকারি জমি অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধেও। বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে বাড়ি তৈরি করে পার্টি অফিস খোলা হয়েছে। যা এখন ঝাড়খণ্ড বিজেপির রাজ্য দফতর। অভিযুক্তদের উত্তর খতিয়ে দেখে আইনানুগ পদক্ষেপ করবে ঝাড়খণ্ড হাউজিং বোর্ড।

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call).

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 03 (Three) Nos. of Non-functioning Country Liquor Shops under South Tripura District for the financial years 2026-27 & 2027-28 as per the provisions of rule 154(2) of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended up to 2021) read with Notification No.F.II-7(24)-EX/2026/52-60 Dated, 6th January 2026 subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website (https://tripuratenders.gov.in) and available in the office Notice Board of the Office of the Collector of Excise (DM & Collector), South Tripura District, Belonia.

Intending tenderer submit e-tender through the website (https://tripuratenders.gov.in). The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21(Twenty-one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 02 103_12026.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, South Tripura District will be on 23 103 12026 up to 5.30 PM and will be open on next day
24 103 /2026, if possible.

Corrigendum/ addendum, if any will be published in due course only on the above website

ICA/C-4590/26

(Muhammad Sajad P, IAS)
Collector of Excise
South Tripura District

NIT NO: e-PT-52/S/EE/RDJD/2025-26 Dt. 26/02/2026

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 05/03/2026 for Hiring of 1 (one) no BOLERO incl. fuel and driver for use by the Executive Engineer, R.D. Jirania Division. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4592/26

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division Jirania,
West Tripura

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সামনে রিয়াল মাদ্রিদ, শেষ ষোলোয় কোন দল কাদের বিরুদ্ধে খেলবে?

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে আরও এক বার মুখোমুখি হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এবং রিয়াল মাদ্রিদ। এই নিয়ে পর পর পাঁচ বছর নকআউটে এই দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। শুক্রবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি হয়েছে। সেখানেই এই দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সঁ জরমঁ খেলবে চেলসির বিপক্ষে।০০:০০

১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী স্পেনের রিয়াল ঘরের মাঠে প্রথম পর্বের ম্যাচ খেলবে সিটির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় পর্বের খেলা হবে ম্যাঞ্চেস্টারের এতিহাদ স্টেডিয়ামে। দুই ক্লাব এ বার ইতিমধ্যেই লিগ পর্বে খেলেছে। গত ডিসেম্বরের সেই ম্যাচে সিটি ২-১ গোলে হারিয়েছিল রিয়ালকে। সিটি আটে এবং রিয়াল নয়ে শেষ করে লিগ পর্বে। ফলে সিটি সরাসরি শেষ ১৬-য় পৌঁছলেও রিয়ালকে অতিরিক্ত দু'টি ম্যাচ খেলতে হয়েছে।

২০১২-র পর থেকে আটটি মরসুম এই দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলছে। গত বছর প্লে-অফে রিয়াল হারিয়েছিল সিটিকে। তার আগের বছর হারিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। সে বার ট্রফিও জিতেছিল রিয়াল। ২০২২-এর সেমিফাইনালেও রিয়াল হারিয়েছিল সিটিকে।

পিএসজি প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে খেলবে চেলসির বিরুদ্ধে। চেলসিও সরাসরি শেষ ১৬-য় গিয়েছে। ২০১৪-২০১৬, টানা তিন বছর এই দুই ক্লাব একে অপরের বিরুদ্ধে নকআউট পর্বে খেলেছে। চেলসি তার মধ্যে এক বার জিতেছে। পিএসজি বাকি দু'বার জিতেছে। শেষ বার দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল গত বছরের ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে। চেলসি ৩-০ হারিয়েছিল পিএসজিকে।

এ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬-য় উঠেছে ইংল্যান্ডের ছ'টি ক্লাব। কেউই একে অপরের মুখোমুখি হয়নি। লিভারপুল খেলবে গালাতাসারের বিরুদ্ধে। নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সামনে বার্সেলোনা। টটেনহ্যাম হটস্পার খেলবে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। আর্সেনাল লিগ পর্বে সবার আগের শেষ করেছিল। তাদের সামনে বায়ার লেভারকুসেন রয়েছে। অঘটন ঘটানো বোডো/গ্লিমট খেলবে স্পোর্টিং লিসবনের বিরুদ্ধে। বায়ার্ন মিউনিখের সামনে আটালান্টা। প্রথম পর্বের খেলা হবে ১০ এবং ১১ মার্চ। দ্বিতীয় পর্ব এক সপ্তাহ পরে।

TRIBAL COOPERATIVE MAEKETING DEVELOPMENT FEDERATION OF INDIA (TRIFED)
Government of India
Cordially Invites you to the
Inaugural Function
of AADI BAZAR &
TRIBAL ARTISANS EMPANELMENT MELA
Date : 2nd March, 2026 | Time : 5:00 PM
Venue : Old Chandraipara School Ground, Ambassa

Inaugurator & Chief Guest :
Shri Bikash Debbarma,
Hon'ble Minister, Tribal Welfare, HH&S etc. Deptt.,Govt. of Tripura.

Guest of Honour :
Smt. Susmita Das,
Hon'ble Sabhadhipati, Dhalai Zilla Parishad.
Shri Chitta Ranjan Debbarma,
Hon'ble MLA.
Shri Parimal Debbarma,
Hon'ble Chairman, BAC Ambassa.
Smt. Pratima Malakar,
Hon'ble Chairperson, Ambassa Municipal Council.

Special Guest :
Shri Vivek H B, IAS,
DM & Collector, Dhalai District.

ICA/D-2059/26

Regional Manager
TRIFED RO NER

রবিবার ইডেনে ভারতের 'কোয়ার্টার ফাইনাল' ম্যাচে রানের বন্যা, আশ্বাস পিচ নির্মাতার, উইকেট দেখে গেলেন সৌরভ

রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। সেমিফাইনালে যেতে গেলে ইডেন গার্ডেন্সে হারাতেই হবে ক্যারিবীয়দের। সেই ম্যাচে রানের বন্যা দেখা যাবে। এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন পিচ নির্মাতা সুজন মুখোপাধ্যায়। গ্রুপ পর্বের যে ম্যাচে ২০০ রান তুলেছিল স্কটল্যান্ড, সেই পিচেই ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হবে বলে জানা গিয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইডেনে দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল স্কটল্যান্ড এবং ইটালির মধ্যে। সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে স্কটল্যান্ড ২০৭/৪ তোলে। সেই পিচেই ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হবে। শুক্রবার বিকেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এসে পিচ পরীক্ষা করেন। তার পর আউটফিল্ড-সহ পুরো মাঠ ঢেকে দেওয়া হয়।

এর পর সৌরভের সঙ্গে সুজন এবং বোর্ডের মুখ্য পিচ নির্মাতা আশিস ভৌমিকের কিছু ক্ষণ আলোচনা হয়। দুই প্রান্ত থেকে নিবিড় ভাবে পিচ পরীক্ষা করেন সৌরভ। পরে সংবাদ সংস্থাকে সুজন বলেন, "পিচের প্রস্তুতি নিয়ে সৌরভ খুশি। বিশ্বকাপে ইডেনে হওয়া দ্বিতীয় ম্যাচের পিচই ব্যবহার করা হচ্ছে। ইডেনের প্রথামাফিক পিচই তৈরি হচ্ছে। রানও যেমন দেখা যাবে, তেমনই বোলারদের জন্যও কিছু থাকবে।"

তিনি জানিয়েছেন, ম্যাচে শিশিরের প্রভাব থাকবে ভাল মতোই। যদিও আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার শিশির পড়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। ফলে টস প্রভাব ফেলবে না। পিচে শুষ্কতা থাকায় স্পিনারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। তবে অতীতে ইডেনের পিচে পেসারেরাও বাউন্সের সাহায্য পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের ম্যাচে দেখা গিয়েছিল, জফ্রা আর্চার পিচের সাহায্য নিয়ে ভাল বল করেছেন। ফলে ভারতের জসপ্রীত বুমরাহ এবং অর্শদীপ সিংহের কাছেও সুযোগ থাকছে পিচ কাজে লাগানোর।

বিশ্বকাপে ভারত প্রথম বার ইডেনে খেলতে নামছে। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গ্রুপ পর্বে দু'টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে। দু'টিতেই জিতেছে তারা। ফলে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তারা একটু হলেও এগিয়ে থাকবে।

বিকশিত ভারত-বিকশিত ত্রিপুরা মেগা এক্সিবিশনের সমাপনী, বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আগরতলার আয়োজিত বিকশিত ভারত — বিকশিত ত্রিপুরা মেগা এক্সিবিশনের সমাপনী দিনে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। শেষ দিনে প্রতিষ্ঠানের স্টল ঘুরে দেখেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

প্রদর্শনীতে রাজ্যের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা সম্প্রসারণ, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অগ্রগতি এবং সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের নানা প্রকল্প প্রদর্শিত হয়।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এই প্রদর্শনী রাজ্যের চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে এক মঞ্চে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি কর্মসূচি ও অর্জনের স্বচ্ছ উপস্থাপন যেমন হয়েছে, তেমনি নতুন প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবন ও গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টিতেও এটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বন্ধন ব্যাংকের চড়িলাম শাখার পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ দম্পতি

চড়িলাম, ২৮ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ চড়িলাম মেন্তামুড়া এলাকায় এক দরিদ্র দম্পতি বন্ধন ব্যাংক-এর চড়িলাম শাখার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ তুলেছেন। শনিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দিনমজুর সুদীপ সরকার ও তাঁর স্ত্রী বুল্টি কর সরকার।

অভিযোগ অনুযায়ী, সুদীপ সরকারের মা অনিতা সরকার ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর চড়িলাম শাখা থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে ১,২৮০ টাকা করে মোট ৯৬টি কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের কথা ছিল। পরিবারের দাবি, তারা নিয়মিতভাবে কখনও অনলাইনে, কখনও নগদে মোট ৮১টি কিস্তি পরিশোধ করেছেন এবং সেই সংক্রান্ত সমস্ত নথি তাঁদের কাছে রয়েছে।

সুদীপবাবুর বক্তব্য, ঋণ নেওয়ার পর প্রথম যে ১,২৮০ টাকার কিস্তি দেওয়া হয়, সেটি ব্যাংকের হিসাবে জমা পড়েনি। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মী বাড়িতে এসে ঋণের বইয়ে এন্টি করে টাকা নিয়ে যান। সম্প্রতি চলতি মাসের ২০ তারিখ তাঁরা বাকি কিস্তি একসঙ্গে পরিশোধ করতে চড়িলাম শাখায় গেলে হিসাবের বড় ধরনের গরমিল ধরা পড়ে।

দম্পতির দাবি, ব্যাংকের হিসাবে দেখানো হয় আরও ১৯,২০০ টাকা দিলেই ঋণ পরিশোধ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে ২২,২০০ টাকা আদায় করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় ৩ হাজার টাকা বেশি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শাখা কর্তৃপক্ষ নাকি 'হলিডে ইন্টারেস্ট' বাবদ ওই অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার কথা জানায়।

সুদীপ সরকার প্রশ্ন তোলেন, প্রতি সপ্তাহে নিয়ম মেনে কিস্তি দেওয়ার পরেও কীভাবে 'হলিডে ইন্টারেস্ট' ধার্য করা হয়। তাঁর দাবি, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টে প্রথম কিস্তির টাকা জমার কোনও উল্লেখ নেই। ''আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কোথায় গেল?''এই প্রশ্ন তুলে তিনি সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান। পরিবারের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার ব্যাংকে গেলেও তাঁদের ঘুরতে হয়েছে। প্রতি শুক্রবার শাখায় আসা এরিয়া ম্যানেজারের কাছেও তাঁরা লিখিত ও মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। দম্পতির বক্তব্য, এর আগে দক্ষিণ চড়িলাম এলাকার আরও এক গ্রাহকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল এবং সংবাদ প্রকাশের পর নথিপত্র সংশোধন করা হয়। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মত, এ ধরনের অভিযোগের দ্রুত ও স্বচ্ছ নিষ্পত্তি না হলে শাখার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। তবে এ বিষয়ে বন্ধন ব্যাংকের চড়িলাম শাখা কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে ৩ মাসের এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান রাজ্যে কিশোরীরা পাবে বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী: দেশে মহিলাদের মধ্যে দ্রুতহারে বাড়ছে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার বা জরায়ু মুখের ক্যানসারের প্রকোপ। এই মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে এবার এগিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজস্থানের আজমের শহরে আজ প্রাধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয়স্তরে এইচপিভি টিকাকরণ অভিযানের উদ্বোধন করেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের আই জি এম হাসপাতালে রাজ্যভিত্তিক এইচপিভি টিকাকরণ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে শুরু করে এই ক্যাম্পেইন ৩ মাস পর্যন্ত চলবে।

এই রোগের প্রধান কারণ হলো হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণ। এই ক্যান্সার টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে প্রতিবছর বহু মহিলা নতুন করে সার্ভিক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুও ঘটে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সময়মতো টিকা নিলে ভবিষ্যতে ক্যান্সার সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। যেসব কিশোরী মেয়ে যাদের ১৪ বছর বা তার বেশি বয়স কিন্তু ১৫ বছর পূর্ণ হয়নি তারাই একমাত্র এই টিকা নেওয়ার জন্য যোগ্য। এই অভিযানে প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ জন কিশোরীকে টিকা দেওয়া হবে। রাজ্যের সবকটি রুটিন ইমিউনাইজেশন সেন্টারে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড জি বি পি হাসপাতাল, আই জি এম হাসপাতাল, টি এম সি, সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলা হাসপাতালে এই টিকা প্রদান করা হবে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে চালু হওয়া হলো একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। যার মাধ্যমে দেশের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি অনলাইনে নথিভুক্ত ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই উড-চজ্জঙ্ক পোর্টালে এইচপিভি টিকাকরণ সম্পর্কিত তথ্য নথিভুক্ত করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টিকাকরণের পাশাপাশি নিয়মিত স্ক্রিনিং ও সচেতনতা বৃদ্ধি-এই দুইই সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের এই উদ্যোগ সফল হলে ভবিষ্যতে দেশে সার্ভিক্যাল ক্যানসারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলেই আশাবাদী চিকিৎসক মহল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার যুগ্ম মিশন অধিকর্তা ডা. নূপুর দেববর্মা, রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডা. শৌভিক দেববর্মা, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শংকর চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

একই রাতে তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী: পুলিশি নজরদারিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে মোহনপুর বাজারে পরপর তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। ওই চুরির ঘটনাকে ঘিরে সকাল থেকে বাজারে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আজ সকালে দোকান খুলতে এসে ব্যবসায়ীরা দেখেন, দোকানের তালা ভাঙা এবং ভেতরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নগদ টাকা, মূল্যবান সামগ্রী এবং কিছু ইলেকট্রনিক্স পণ্য চুরি করে পালিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ চলছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সম্প্রতি এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্যের রমরমা বেড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, নেশার টাকার জোগান দিতেই এই চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। পাশাপাশি রাতের বেলায় পুলিশি টহল জোরদার করার দাবিও উঠেছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, নিয়মিত টহল থাকলে এমন ঘটনা এড়ানো সম্ভব ছিল।

শান্তিরবাজারে বাইক-ইকো সংঘর্ষে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু, এলাকায় শোকের ছায়া

শান্তিরবাজার, ২৮ ফেব্রুয়ারি: গতকাল রাত প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার অলোইছড়া এলাকায় একটি মোটরবাইক ও একটি ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হন। পরে আহত বাইক চালক রাজীব দেবনাথ (৩৩)-এর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, টি আর ০৮ সি ৫৭৮৯ নম্বরের বাইক ও টি আর ০১ জে ৪৩৮৭ নম্বরের ইকো গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। গুরুতর আহত হন বাইক চালক রাজীব দেবনাথ, যিনি বিরচন্দ্র মনু এলাকার বাসিন্দা এবং শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অপরদিকে ইকো গাড়িতে থাকা আগরতলার আমতলীর বাসিন্দা মলয় ভৌমিক (৪৩) এবং বিশালগড়ের জন্টু পোদ্দার আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজীব দেবনাথের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল-এ রেফার করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্য দুই আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

শনিবার রাজীব দেবনাথের মরদেহ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে আনা হলে সহকর্মী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ-এর সদস্যরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর অকাল প্রয়াণে শান্তিরবাজার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

দুর্ঘটনায় জড়িত ইকো গাড়িটি ব্লকের একটি সিএসসি সেন্টারে কর্মরত ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

টিলাবাজার থেকে দুই বাংলাদেশী আটক, অনুপ্রবেশের মামলা রুজু

কৈলাশহর, ২৮ ফেব্রুয়ারী: টিলাবাজার এলাকা থেকে আটক দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘিরে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। বর্তমানে তাঁরা ইরানি থানার হেফাজতে রয়েছেন এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের কাছ থেকে একটি অবৈধ ভারতীয় প্যান কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে আটক ব্যক্তিরা নিজেদের বাড়ি কৈলাশহর চন্ডিপুর বিধানসভার হালাইর পার গ্রামে বলে দাবি করেন। তবে জেরায় তাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁদের প্রকৃত বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায়। আটক যুবকের নাম রোমান দাস। তাঁর পিতার নাম বলরাম দাস। সঙ্গে থাকা মহিলাকে তিনি তাঁর মা শ্রীমতি সেফুল দাস বলে পরিচয় দেন।

এদিকে, হালাইর পার গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে গ্রামবাসীরা জানান, ওই ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার কিছুদিন ধরে সেখানে বসবাস করছেন। এলাকায় তাঁদের বাংলাদেশ থেকে আসা বলেই পরিচিতি রয়েছে বলে দাবি করেন গ্রামবাসীরা।

পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ইরানি থানায় ০৫/২০২৬ নম্বর মামলা রুজু করেছে। শীঘ্রই তাঁদের কৈলাশহর আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে।।পুলিশের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। একটি ইলেকট্রিক অটো এবং তার চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে ভারতীয় প্যান কার্ড তৈরির বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ও ভুয়ো নথি তৈরির অভিযোগ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুলিশ সপ্তাহে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: উত্তর জেলায় 'এক দিনের এসপি' নীহারিকা দাস

ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা: পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ব্যতিক্রমী ও অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা পুলিশ-এর উত্তর জেলা শাখা। প্রথমবারের মতো একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে 'এক দিনের পুলিশ সুপার (এসপি)' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ধর্মনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী নীহারিকা দাস এই বিশেষ কর্মসূচিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে। নির্ধারিত সময়ে কার্যালয়ে পৌঁছে নীহারিকা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্ম, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়ে তাকে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে নীহারিকা বলেন, ভবিষ্যতে তিনি পুলিশ বিভাগে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করতে চান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ তার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী দিনে দায়িত্ব পেলে কীভাবে কাজ করতে চানএ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই হবে তার অগ্রাধিকার। মানুষের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শুনে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেও জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় বলেন, পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুলিশ বিভাগের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতেই এই অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, জেলার মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। নীহারিকার মতো শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অন্যদের মধ্যেও উৎসাহ জোগাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বর্তমানে নীহারিকা একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ভবিষ্যতে পুলিশ কর্মকর্তা হয়ে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার স্বপ্নই তার প্রেরণা। পুলিশ সপ্তাহে উত্তর জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়াবে বলেই মনে করছেন উপস্থিতরা।

৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী: ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের উপনির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (শনিবার) তারিখে ০১.০১.২০২৬ কে ভিত্তিবর্ষ ধরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রতিলিপি ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত মনোনীত স্থানে অর্থাৎ ৫৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে, তহশিল অফিসে, জেলা নির্বাচন আধিকারিক (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর), উত্তর ত্রিপুরা, অফিসে এবং নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (মহকুমা শাসক), ধর্মনগর এর অফিসে পাওয়া যাবে। রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক-এর ওয়েবসাইটেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রতিলিপি পাওয়া যাবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের মোট ভোটারের সংখ্যা ৪৬, ১৪৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২২,৩৮০ এবং মহিলা ভোটার ২৩,৭৬৩ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৯১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ৮৮ এবং মহিলা ভোটার ৩ জন। রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শ্মশানে দলীয় পতাকা ঘিরে বিভ্রান্তি, সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টিকরণ বিজেপি বামুটিয়া মণ্ডলের

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: দলীয় পতাকা শ্মশানে প্রদানকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তির জেরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি স্পষ্ট করল ভারতীয় জনতা পার্টি-র বামুটিয়া মণ্ডল নেতৃত্ব।

জানা যায়, বামুটিয়া বিধানসভার দুর্গাবাড়ি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত নারায়ণ ভর মৃত্যুর আগে তাঁর শ্মশানে বিজেপির দলীয় পতাকা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর স্থানীয় দলীয় কর্মীরা সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। পরবর্তীতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই প্রেক্ষিতে শনিবার বামুটিয়া ব্লক সংলগ্ন বিএমএস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত থেকে বিজেপি ৩ নম্বর বামুটিয়া মণ্ডলের সভাপতি শিবেন্দ্র দাস পুরো ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি দাবি করেন, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মরহুম ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে এবং এ নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ সাহা, খোকন দে, বিএমএস বামুটিয়া শাখার সভাপতি অরুণ দাসসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁরা সকলেই ঘটনাটি নিয়ে পরিষ্কার অবস্থান তুলে ধরেন এবং ভুয়া প্রচারে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান।

খোসমহল কমপ্লেক্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আগরতলার খোসমহল কমপ্লেক্স সোসাইটির বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শনিবার প্রথমবারের মতো স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ হিসেবে আয়োজিত এই শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। তিনি উপস্থিত রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। অনুষ্ঠানে কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি উল্লেখ করেন, রক্তের কোনো বিকল্প নেই এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় রক্তের জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব। সকলকে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

কমলপুরের মোহনপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অবহেলায় জর্জরিত, বিশুদ্ধ জলের অভাবে উদ্বেগে অভিভাবকরা

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: কমলপুর শহরের অদূরে মোহনপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রায় দুই বছর ধরে কেন্দ্রের টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে ছোট ছোট শিশুদের জন্য নির্মিত এই শিক্ষাকেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব চরম আকার ধারণ করেছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রটিতে নিয়মিতভাবে ২৫-৩০ জন শিশু উপস্থিত থাকে। কিন্তু টিউবওয়েল বিকল থাকায় শিশুদের পানীয় জল এবং রান্নার জলের জন্য ভরসা করতে হচ্ছে পাশের বাড়ি বা দূরের অন্য উৎসের উপর। এতে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমনি স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে। অভিভাবকদের আশঙ্কা, অপরিষ্কার বা অনিরাপদ জল ব্যবহার করলে শিশুদের মধ্যে জলবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুধু জল সমস্যা নয়, কেন্দ্রের ভবনের কিছু অংশেও ফাটল দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বর্ষাকালে ছাদ চুইয়ে জল পড়ার ঘটনাও নাকি নতুন নয়।

শ্বশুরবাড়িতে জামাতার মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী: শ্বশুরবাড়িতে জামাতার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর সাহা পাড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের স্ত্রী দাবি, তাঁর স্বামী প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন এবং সেই কারণেই সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। পুলিশ সূত্রে খবর, মানবেন্দ্র চক্রবর্তী (৪৫) কয়েকদিন ধরে শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। তাঁর বাড়ি যোগেন্দ্রনগর কুমারপাড়া এলাকায়। গতকাল তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা সরকার কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে শহরে গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরি হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটাকাটি হয় বলে পরিবারের দাবি। আজ সকালে বাড়িতে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় শ্রীনগর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ফের চুরি, একাধিক কক্ষের তালা ভাঙা, তদন্তে পুলিশ

মধুপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি: মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে চোরের দল বিদ্যালয়ে হানা দিয়ে পরপর ৮ থেকে ১০টি কক্ষের তালা ভেঙে ভেতরে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে এসে প্রিন্সিপালের কক্ষ, ভাইস প্রিন্সিপালের কক্ষ, লাইব্রেরি, রান্নাঘর ও কম্পিউটার রুমসহ একাধিক কক্ষের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। আলমারি ও অন্যান্য সামগ্রী এলোমেলো অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে ঠিক কী কী সামগ্রী চুরি হয়েছে বা কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে এই বিদ্যালয়ে পরপর দু'বার চুরির ঘটনা ঘটল। প্রথম ঘটনার পর বিষয়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল বলে স্থানীয় মহলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে বিদ্যালয়ের দুই নাইট গার্ডের দায়িত্ব পালন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, তারা নিয়মিত রাত্রিকালীন প্রহরায় থাকেন না। শুক্রবার রাতেও তাদের মধ্যে অন্তত একজন ডিউটিতে ছিলেন না বলে শিক্ষক মহলের দাবি। এমনকি যে ঘরে নাইট গার্ডরা সাধারণত অবস্থান করেন, সেই কক্ষের তালাও ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানশিক্ষক জানান, ঘটনার লিখিত অভিযোগ মধুপুর থানায় দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নাইট গার্ডরা দায়িত্বে অবহেলা করেছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। দায়িত্বে গাফিলতির প্রমাণ মিললে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক দ্বারা স্বীকৃত রাজনৈতিক দল সমূহকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রতিলিপি প্রদান

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী: জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২৪ অনুযায়ী আপিল: ইআরও- এর যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধারা ২৪ (ক) অনুযায়ী জেলা শাসকের নিকট আপিল করা যাবে এবং প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধারা ২৪(খ) অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক -এর নিকট দ্বিতীয় আপিল করা যাবে, যা নির্বাচক নিবন্ধন নিয়মাবলী ১৯৬০-এর বিধি ২৭ এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হবে। রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পুলিশ সপ্তাহে ত্রিপুরা পুলিশ ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবার নরসিংগড়স্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে ত্রিপুরা পুলিশ ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক আইপিএস অনুরাগ ধ্যানকর। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাব-এর সভাপতি প্রণব সরকার, যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা প্রেস ক্লাব নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করে। জয়ের জন্য ৬৩ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা পুলিশ ১০ ওভার ৪ বলেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্য পূরণ করে নেয়।

পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, পিসিসিএফ আর কে শ্যামল এবং ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ আইপিএস অনুরাগ ধ্যানকরসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে রানার্স আপ ট্রফি আগরতলা প্রেস ক্লাবের হাতে তুলে দেন ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ অনুরাগ ধ্যানকর এবং চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা পুলিশ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road, Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas